বাঁশী।

প্রথম সূত্র।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ চৌধুরী প্রণীত।

তাঁতবন্দ, পাবনা।

শতখণ্ড বিনামূল্যে বিতরিত।

কলিকাতা,
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র
দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য।• চারি আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আমি বহুদিন হইতে মাঝে মাঝে অনেক বিষয় রচনা করিতাম। আমার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সের সময়ের তিনখানি রচনা পুস্তকাকারে অতি সঙ্কুচিত চিত্তে প্রকাশও করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমার হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র অধিকারী মহাশয় আমার নিজের কোন প্রয়োজন বশতঃ কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধ প্রণোদিত হইয়া এবং পাবনা জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় শুনিয়া প্রীতি প্রকাশ করায় সাহসে নির্ভর করিয়া আমার দ্বাদশ দিবসের সংগৃহীত রচনাবলী এই "বাঁশী" জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিলাম।

পাবনা,
২৬এ ফাল্গুন
১৩০১। } শ্রীশ্রীগোবিন্দ চৌধুরী।

উৎসর্গ পত্র।

আমার জননী

শ্রীযুক্তেশ্বরী নৃত্যকালী দেবীর

কর-কমলে

আমার নিভৃত চিন্তা প্রসূত

দ্বাদশ দিনের ভাবমালা সংগৃহীত

প্রথম সূত্র

অর্পিত হইল।

বাঁশী।

১। কীর্ত্তনের সুর।

আসিয়ে দাও হে দেখা প্রাণসখা এখানে।
হেলে বামে তেমনি ঠাঁমে বাঁচি কিসে পরাণে ॥
দিয়া চূড়াটী মাথে   মোহন বাঁশীটী হাতে
মধুর স্বরে বাজাও বঁধূ রাধা নামের সাধা গানে ॥
বর্ণমালা বনমালা   গলায় পরে কালা
অনন্ত কর সীমান্ত সকল কথার সনে ॥
মূলাধার হ'তে দ্বিদল   ভোগময় পুরী সকল,
হয় যে ব্যাকুলিত কমলিনী কমল বনে ॥
সংসার শিবা রব   অসম্ভব সম্ভব
মায়া লয়ে মত্ত সদা ইন্দ্রিয় ও রিপুগণে ॥
মহামায়া যিনি,   হয়ে হর সীমন্তিনী ;
অসুর নাশিনী অসি বরাভয় দানে।
সব অশুভ নাশিয়ে,   হাতে জ্ঞান অসি দিয়ে ;
শিখাও শিবের শিঙ্গা ও নিগম তানে ॥

পূর্ণ জ্ঞান ভক্তি মিশি   অসি-শিঙ্গা, হ'ক বাঁশী
প্রাণভরে ভালবাসা শিখাও পঞ্চ ভাব দানে ॥
আমায় সে জ্ঞান দিও না হরি, শত কোটী পায়ে ধরি
তুমি নাথ গোপিকারি, তোমায় দেখি বৃন্দাবনে ॥
শাস্তু নাহি হ'লে   আমি জীবত্ব না গেলে
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি শিঙ্গা ফোঁকা ডাকের কথা শুনে ॥
শিক্ষা জীবে কি সম্ভব ;   তাই শিখালে মাধব ;
মানস চিত্ত নির্ব্বিকার শ্মশান ও বৃন্দাবনে ॥
আছে শিব শ্মশানবাসী,   লয়ে কালী সর্ব্বনাশী,
তুমি সদাই লয়ে ব্রজে ব্রজগোপীজনে ॥
কৃষ্ণকালী নৃত্যকালী   আমার গোপাল বনমালী
বাজালে ধরিয়ে বাঁশীর প্রথম সূত্রগানে ॥
সহস্রার শত দল   ব্রজ মাথুর মণ্ডল,
শুনাইয়ে শ্রীগোবিন্দে শিক্ষা দাও পূর্ণজ্ঞানে ॥
প্রকাশ' গোকুলানন্দ ;   ঘুচিবে সকল দ্বন্দ্ব ;
নিত্য সত্য পূর্ণানন্দ কলিকানন্দের ধ্যানে ॥
গোপীর নয়নোৎপলে,   শুদ্ধভাব প্রেম জলে
অর্চ্চিত ও বরবপু অভিসার সংগোপনে ॥
হ'য়ে গোপী অনুগত ;   ত্যজিয়ে নির্ম্মাল্য যত ;
তুলসীপত্র গঙ্গাজল, মহানিশি আর কেনে ? ॥

বাঁশী।

২। পাহাড়ী—আড়া।

নিষ্পাপ পবিত্র সদা তীর্থেতে ভ্রমণ।
যত বেদ-বিধি মত নিয়ম-পালন ॥
ঋতু বিনা স্বীয় নারী মুখ দেখা দোষ ভারি
মাতৃবৎ পরনারী না কর স্পর্শন।
নিত্য জপ সন্ধ্যা পূজা বওনা পাপের বোঝা,
নৈমিত্তিক কার্য্য কর্ম্ম ব্রত সংরক্ষণ ॥
ভক্ষ সদা নিরামিষ মাংস মৎস্য মধু বিষ
অহিংসা পরমধর্ম্ম সর্ব্বদা অর্জ্জন ॥
মেন' সদা পঞ্চপর্ব্ব; ত্যজ' গুরুজনে গর্ব্ব,
সর্ব্বময় সর্ব্বদেবে আত্মসমর্পণ ॥
না খেয়ে সকল কাজে; দশ দণ্ড রাত্রি মাঝে;
সব হয় বিষ তুল্য তৎপরে অর্পণ ॥
তৈল তাম্বুলের আশ ছেড়ে কর চাতুর্ম্মাস,
স্ত্রীর সঙ্গে নিশা জপ সর্ব্বথা বর্জ্জন ॥

একাদশী রবিবার তিথি কৃত্য ব্যবহার
চল' শ্রুতি-স্মৃতি-পথে পুরাণ শ্রবণ ॥
দান অতিথি-সৎকার, রেখ' সমাজ লোকাচার,
গোগ্রাস ও পাঞ্চযজ্ঞ শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥
এই হয় পশ্বাচার, নইলে পশু ব্যবহার
কেবল নরক হেতু কলুষিত মন ॥

৩। যোগিয়া ভঁইরো—ঢিমেতেতালা।

উদ্ধত মানস বীর সর্ব্বদা অধীর।
পঞ্চতত্ত্ব আহরণ নির্ভয় শরীর ॥
শব লতা মহাশঙ্খ, সদা ল'য়ে নিরাতঙ্ক,
সাধন ভজন জন্য উৎকণ্ঠা-অস্থির ॥
ইষ্ট-মূর্ত্তি-মূল-মন্ত্রে, কখন প্রকাশ যন্ত্রে,
প্রত্যক্ষ সকল কার্য্য চক্ষে প্রেম-নীর ॥
সিন্দূর তিলক ভালে, নাহি মানে কালাকালে,
আনন্দ ভৈরব পুত্র আনন্দময়ীর ॥
দেখে সব শক্তি-বালা, চিত্তে মাখে কামকলা,
জপ করে বর্ণমালা রজোগুণী স্থির।
জৃম্ভমী কুণ্ডলী মুখে, সদা ভোগ যোগ সুখে,
পঞ্চ পর্ব্বে পূজাতত্ত্বে শ্রেষ্ঠ অষ্টমীর ॥

দিগাম্বর মুক্ত কেশ, একান্ত নির্ম্মুক্ত বেশ,
গোপন মানসধর্ম্ম বৈদিক বাহির ॥
কুলজ্ঞান কুলতিথি, অভিষেক দীক্ষা পুঁথি,
কুল দ্রব্য সংগোপনে রাখিবেক ধীর ॥
বীর-দ্রোহ তীর্থযাত্রা, বৃথা পান বৃদ্ধি মাত্রা ;
কিম্বা দেহ পাত ব্রত ত্যজিবে অচির ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, ত্যজিবেক কাম্যকর্ম্ম ;
বৈধতত্ত্ব বৈধহিংসা মায়ের বলির ॥
মহানিশি মহাকাল, হাতে বাঁধা নাম ঢাল,
পশুতে চৈতন্যমন্ত্র সিদ্ধমন্ত্রী বীর ॥
অজ্ঞানী গুরুর সাথে ; গেলে নরকের পথে ;—
যাইবে, হইবে ভূত কেবল কলির ॥

৪। ভৈরবী—যৎ।

দিবা দেবতার প্রায় গন্ধর্ব্ব আচার।
নাম-গান-পানে মত্ত সর্ব্বদা বিচার ॥
মানসেতে সদা শান্তি, গিয়াছে মনের ভ্রান্তি,
চৈতন্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ আনন্দ আধার ॥
তুল্য মূল্য তিন গুণ গুণাতীত সত্ত্ব গুণ
নিরঞ্জন স্বপ্রকাশ ঘুচেছে আঁধার ॥

যেন সে জগৎ ছাড়া নয়নে আনন্দ ধারা
চেষ্টা নাই কোন তত্ত্বে বিশেষ পূজার ॥
নাহি কোন আয়োজন যাহা প্রিয় নিবেদন
সব তা'ই প্রিয়পদে সমর্পণ ভার ॥
নির্ভরে নির্ভয় হ'য়ে, শান্তিভাব চিত্তে ল'য়ে,
আশায় সুদৃঢ় প্রিয় কোল পুত্র মার ॥

৫। মুলতান—কাওয়ালী।

সিদ্ধাচারী হইবে কেমন।
যাঁর সিদ্ধ হ'য়েছে সাধন ॥
সেই জানে তা'র কথা, ঘুচেছে সকল ব্যথা,
যখন যেমন সে তখন তেমন ॥
আবার কিছুই নয়, যখন যা' মনে হয়,
সেইরূপ সেইভাব তাহার করণ ॥
কার্য্য ও কারণ নাই, সব বাঁধা তা'র ঠাঁই,
যখন যথায় ইচ্ছা তথায় গমন ॥
গেছে ভয় সব জয়, হাতে বাঁধা প্রেমময়,
সর্ব্বদা সমাধি-যোগে আত্মায় রমণ ॥
কিম্বা তা'র ইচ্ছামত হইতেছে শত শত
আপন কল্পনা মত ধারণ-পোষণ ॥

৬। বেহাগ [বা বিভাস]—আড়া।

সাধনে যে সাধ ছিল আশায় রহিল !
মনের বাসনা যাহা বুঝি না পূরিল ॥
আনন্দ কেবল নামে, বিষাদ আসিল ক্রমে ;
ভাবিতে ভাবিতে দিন আমার ফুরা'ল ॥
এখন আসিবে জরা তোমার' হাতেতে খাঁড়া
পদ ছেড়ে কাল-খাঁড়া এই বা হইল ॥
মধুর ভীষণা মূর্ত্তি দেখেই গিয়াছে ফূর্ত্তি
বরাভয় স্তোভ, মাতঃ ! আর না মিটিল ॥
তুমি না লইলে ভার কা'র কাছে যা'ব আর ?
মনমত শক্তি বিনা হতবুদ্ধি সকল ॥

৭। বেহাগ—যৎ।

ষোড়শী রূপসী দেখে ভুলনা মানস।
ও যে কালী, কোন কালে কা'র নয় বশ ॥
কেবল দেখা'য়ে আশা বাড়াইয়া ভালবাসা
সর্ব্বনাশী ধ'রে অসি নাশে মান যশ ॥
প্রাণ ল'য়ে টানাটানি, সব বুঝি সব জানি,
তবু যেন কত ভ্রম কত মধুরস ॥
সাধনের এই ধারা ধরিলে না যায় ছাড়া
কি যেন আবেশ-আশা, কি যেন অলস ॥

ধরিয়ে আনিলে আমি ঘুমি ঘুমি যাও তুমি
এত জ্বালা স'য়ে লও, বিষাদে বিরস ॥

৮। বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

হে নাথ! ছাড়িয়া মোহন চূড়া ধরেছ ভীষণ গাঁড়া,
মোহন ভীষণ দুই একত্রেতে সমাবেশ ॥
ললিত কিশোর কান্তি একাধারে ভয় শান্তি
মদন-মোহিনী বামা, গোপাল যোগিনী বেশ ॥
ভয় মাঝে মধুরতা, মরি কিবা চতুরতা;
শ্মশান ও বৃন্দাবন হ'ল যেন এক দেশ ॥
গোপিনী ডাকিনী সঙ্গে, ভীষণ মধুর রঙ্গে;
কালা কালী প্রেমময়ী রাধিকা আজ মহেশ ॥

৯। বিভাস—আড়া।

তোমায় সাধিয়ে যদি নাহি মেটে সাধ মম।
যাইব কাহার কাছে কেবা আছে তব সম ॥
নামধর দয়াময় কথায়, কাজেতে নয়,
নিরাধার নিরাকার নির্গুণ তাই নির্ম্মম ॥
যদি অন্য কেহ আর তুলনা হ'ত তোমার
তবে কি কেহ সাধিত পেতে যাতনা বিষম ॥

বিশ্বাস কেবল কথা মেলেনা পাইব কোথা ?
সব চেষ্টা প্রায় বৃথা খুঁজি যে তব নিগম ॥

১০। ললিত—আড়া।

সাধকের হিতে যদি হইলে সাকার
তবে এ যাতনা কেন দাও বার বার ॥
হৃদয় কি নাই তবে কেন পাঠাইলে ভবে ?
বিফল সাধন ফল ; কে চাহিবে তবে আর ॥
তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম, বুঝিতে চাহিনে মর্ম্ম,
থাকুক তোমারি কাছে যথা তুমি নিরাকার ॥

১১। দাশুরায়ি সুর—একতালা।

আমি জানলেম এতদিনে, হরি তোমা বিনে ;
কোথা নাহি আর ; শান্তি নিকেতন ॥
তুমি বিনা যত সকলি অসার
কেবল মাত্র তুমি আনন্দ আধার,
(হরি) অসার সংসার চিন্তা অনুক্ষণ ॥
তুষিলেও তা'রা নাহি তুষ্ট হয়,
ভোগে কষ্ট দেয় মনোবৃত্তি চয়,

অশান্ত দুরন্ত রিপুছয়ে ভয়,
কবে হয় বুঝি এ দেহ পতন ॥
দমন কেবল তা'রা শুনি মধুর নাম
স্ব স্ব কর্ম্ম হ'তে হইয়ে বিরাম,
সাধক সাধনে আসিয়ে নিষ্কাম,
তব পদে সব করে সমর্পণ ॥
দেখা দিও হরি মাঝে মাঝে আসি
আমি তোমায় নাথ বড়ই ভালবাসি,
চারিদিকে দেখে প্রলোভন রাশি,
নাহি ভোলে যেন এ অবোধ মন ॥

১২। ইমন কল্যান—আড়া।

মদনমোহনে ভাবিলেও মনে
তবু রিপুকুল করে জ্বালাতন ॥
সব বৃত্তি ধরে সতেজ ভাব
অত্যন্ত লালসা বাড়ে কিসে লাভ
কি দিয়া পূরাবে মনের অভাব
বিরহ-বিকারী অনুরাগী জন ॥
কখন ক্রোধেতে অধীর হ'য়
দেখে লোভ-আশা-মরীচিকাময়

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে মোহ মদ ভয়
কাম কৃষ্ণ কর্ম্মে হ'লে সমর্পণ ॥
আসিয়ে ইন্দ্রিয় সখী সকলে
হ্লাদিনী রাধায় নিদ্রা হ'তে তুলে,
লয়ে যোগে যায় সব তত্ত্ব ভুলে
ধরে গোপী-ভাব হৃদি-বৃন্দাবন ॥
তাই নিরাকার চায় না তাহারা
প্রেম মধু-মদ-পানে মাতোয়ারা
পঞ্চ তন্ত্রে ভজে বেদ-বিধি ছাড়া
সাকার সাধনই' রিপুর স্ফূরণ ॥

১৩। টোরি ভৈরবী—আড়া।

তুমি তো মা রাসবিহারী বৃন্দাবনের মদনমোহন।
তবে কেন শ্মশানে মা ছেড়ে মধুর বৃন্দাবন ॥
এ রূপ লাগে না ভাল' থাক কাল চিরকাল
কালই করে জগৎ আলো চাইনে তোমা'র ভাবের ভীষণ ॥
লোল জিহ্বা লেলিহান দেখেই ডরায় প্রাণ
জগৎমাতা হ'য়ে কেন এ রূপ তুমি করিলে ধারণ ॥
মুণ্ডমালা দে মা ফেলে বনমালা পর গলে
নে মা তুলে একবার কোলে হ'ক জ্বালা নিবারণ ॥

কালা রূপে নাহি শুন' তাই ত্যজিয়ে পীত বসন
দিগম্বরী দিগম্বরের হৃদয়েতে হ'লে স্থাপন ॥

১৪। টোরি ভৈরবী—কাওয়ালি।

কেন একি ভাব হরমোহিণি,
আমার দেখেই যে ত্রাস ! আসে অমনি ॥
ধরি ধরি করি যদি আতঙ্কে শিহরে হৃদি
হ্লাদিনী পলায় কাঁদি, শেষে পোড়ায় পরাণি ॥
হাতে কাটা একটা মাথা আর কয়টা গলায় গাঁথা
গাল বে'য়ে রক্ত পড়ে শ্মশানবাসিনী ॥
শব-শিশু দোলে কানে দন্তুরা ও রূপ ধ্যানে
পলা'ল সকল সাধ ভাবিতে ভামিনী ॥

১৫। ললিত বিভাস—আড়া।

কে বলে বিষাদমাখা ? সাধন আনন্দময়।
সংসার যাতনা যত ক্রমশ বিলীন হয় ॥
সামান্য অভাবে আর দমে না হৃদয় তা'র
ভূত শুদ্ধি নিত্যানন্দ ক্রমে ধ্যান-ধারণায় ॥
জ্বলন্ত বিশ্বাস আসি ক্রমে হয় সেবাদাসী
শাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞানে শৌচাশৌচ দূরে যায়।

সোঽহং অহং নাহং জ্ঞানে যখন যা' ধরে মনে
সেই সাধনেই নাম কল্পতরু-তলে রয়॥

১৬। বেহাগ—যৎ।

আশুতোষ তব কথা মত' লতা মেলেনা।
সাধন করিয়ে তাই সাধ বুঝি পুরে না॥
নর বধে নাম নারী তারা নয় আপনারি
পরের কেমন করে পুরাবে বাসনা॥
ভালবাসা-মরীচিকা, হয় না কভু সাধিকা;
বিষয়ের বিসূচিকা রোগে দেয় যাতনা॥
মণি ফণী মাথে আছে কেবা যায় তা'র কাছে
ফুলকুল কাঁটাময় স্বধু ভোগ লাঞ্ছনা॥
নাহি বুদ্ধি সরস্বতী, এক জ্ঞান ভাগীরথী,
তা'ও কলিকালে যা'বে কাল প্রেম যমুনা॥
নাহি সে সহধর্ম্মিণী কুশিক্ষিতা, কুরঙ্গিনী;
সহ শায়িনীর দল, ভাবভক্তি কল্পনা॥
মোহিনী মকারে মত্ত, কোথা তত্ত্বজ্ঞানতত্ত্ব,
কেমনে পাইব ভাবি তব অই ললনা॥
অপরাজিতার যন্ত্রে, পূজা-বিধি দিলে তন্ত্রে,
পরোক্ষে প্রত্যক্ষ সিদ্ধি কখন যে হয় না॥

১৭। খাম্বাজ—একতালা।

রাস-কিশোর হাসি'ছে মধুর
মুরলী লইয়ে নিকটেতে আসি।
পীতবসনে, রাধার বরণে,
কত মধুর ভাবে মেশামেশি॥
মোহন সুঠামে চূড়া হেলেছে,
আমার মানস সকল ভুলেছে,
এমন কি আছে আর কা'র কাছে
পাব এত সুধা বিনা কালশশী॥
রমণীর চিহ্ন অতি যত্ন করে
শিখী-পুচ্ছ তাই পরেছেন শিরে
রমণীসুলভ সব রমণীয়
এলোকেশী আজ ছেড়েছেন অসি॥
চৈতন্যরূপিণী মহামায়া কালী
ফেলে মুণ্ডমালা হয়ে বনমালী
ললনা-ললিত লাবণ্য লীলায়
মাধুর্য্য সাধকে দিতে মধুরাশি॥
শক্তি-নাদ রূপা তাই বংশীনাদ
বিনোদিনী-চিত্ত বিনোদন সাধ
পরা কুণ্ডলিনী চিন্তামণি পুরে'
হলাদিনী আহ্লাদ কৃষ্ণতত্ত্ব মসি॥

১৮। বাউলের সুর।

গৌর গৌর বল্‌তে আমার গরুড় গরুড় মনে হয়,
নারীর মহিমা গেল কাল সাপিনী রাস্তাময় ॥
দয়াল নিতাই দয়াল পাখী ঐ শিসেই মাধুরী মাখি
অদ্বৈত জ্ঞানধ্বজা ধরে দূরে গেছে ধর্ম্মভয় ॥
মরি মরি কি চৈতন্য, আখড়াধারী অগ্রগণ্য,
নদিয়া নাম হ'ল ধন্য কীর্ত্তিপ্রকাশ দেশময় ॥
তিলক এখন রসকলি, প্রেমমালা প্রেম ঝুলি,
গলে শোভে প্রেমকণ্ঠি, প্রেমভাবে প্রেমময় ॥
সেই প্রেমে মাতোয়ারা, গলে গাথা প্রেম কড়া
খাঁচা ভাঙ্গি কুলবধূ বাহির করেছে যায়।

১৯। কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

ভালবাসি বলে কি নাথ পাই এত লাঞ্ছনা ?
তোমার স্বভাব দোষ কিছুতেই গেল না ॥
যে তোমায় ভালবাসে তা'রি রাখ হা হুতাশে
ব্রজপুরী মধুপুরী দ্বারকা, হস্তিনা ॥
সর্ব্বত্রই প্রকাশিত, দয়ামায়া বিধিমত,
কেহ যেন কোন কালে আর দয়াময় বলে না ॥
ভরসা রাখিবে শেষে, আছি এই অভিলাষে,
দিন গেল ভাবনা ভেবে, ছাড়লে না হে ছলনা ॥

২০। ললিত—আড়া।

প্রকাশ প্রকাশ নাথ আপন মহিমা যত,
উদয় হয়ে আশা রবি হ'ল প্রায় অস্তগত ॥
আসে ভয় মোহ নিশি পশু গেল দশ দিশি
মনপক্ষী বাসা তরে হইয়াছে চিন্তান্বিত ॥
কত ফুল ফুটিতেছে বৃন্তিচয় গাছে গাছে
ভক্তি অলি গুণগানে মধুপানে নিদ্রাগত ॥
ছাড়ে না কামনা কান্তা, সদা অধীর অশান্তা
ভ্রান্ত হয়ে পদপ্রান্তে, হইলাম অনুগত ॥
সংসার সাগর সম, পড়িয়া ভাবি বিষম
সন্তরণ করে' করে' অবসাদে জড় মত ॥

২১। গাড়া ভৈরবী (বা খাম্বাজ)—একতালা।

বিশ্বজননী প্রকৃতি রূপিণী
কামিনী-কমল-কোমলতাময়।
রূপ প্রকাশে জলধি আকাশে
অনন্ত বিকাশে অসীমতায় ॥
দশদিক যাঁ'র বস্ত্র আবরণ
দিগম্বরী নাম সেই সে কারণ
ন্যাংটা মা মোর শূন্য সণাতনী
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি নেত্রত্রয় ॥

চড়েছেন মা কালের পরে তাই কালী নাম ধরে
কাটি' অশুভ অসুরে অসি ধরে বরাভয় ॥
যে বুঝেছে বুপের মর্ম্ম লোপ পায় তার উপধর্ম্ম
পদার্পিত সর্ব্বকর্ম্ম ধ্যানানন্দে নিত্য রয় ॥
সেই সদাচারে সকল আচারে
অচল অটল বিষয় বিকারে
ধরে আধারে সোহং হংস সহ
মা মোর সাকার নিরাকার সকল নিলয় ॥

২২। ভৈরবী—একতালা।

তারা অজ্ঞানী কেমনে অরূপা স্বধ্যানে
আনিবে আপনি না নিরখি।
লয়রূপা সব শূন্য দ্বিদলে লাবণ্য
ভিন্ন ভিন্ন পূর্ণ জ্যোতি কণা রাখি ॥
তারা স্থির হ'লে ভাসে আঁখি জলে
সাধিষ্ঠানে সাধন-বলে,
ওমা অচিন্ত্য রূপিণী চিন্তানলে জ্বলে
রূপ প্রাণে মাখি ॥
মহামায়ারূপী তাই মায়া বীজে
হুঙ্কার স্বরূপা রংকারে মেজে

ভজ সৌম্যরূপা হর-বধূ সাজে,
হৃদয়-সরোজে নীল ভানুমুখী ॥
প্রেমময়ী মা মোর দেহ মধ্যগতা
হরিয়ে সকল হরের বনিতা
ক্ষোভ নাশিয়ে অক্ষভ্যের সখী।

২৩। ইমন কল্যাণ—আড়া।

কে জানে মহিমা তোমার দয়াময় মাধব ?
পুরা'ণে বাসনা ব্রজে নবভাবে গোপী সব ॥
রাখাল সঙ্গে রাখাল যশোদার নন্দলাল,
ছি দাম সুবল সখা মানে মত্তা রাই তব ॥
আবার কিরীটী সঙ্গে, যুদ্ধক্ষেত্রে কত রঙ্গে,
প্রকাশ করিলে গীতা, হতস্তব্ধ কৌরব ॥
দ্বারকা ও ব্রজধামে, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য নামে,
সৌরভ হয়েছে ব্যক্ত রাখিতে ভক্ত গৌরব ॥
পঞ্চভাবে পঞ্চরসে, সাধিতে সাধন বসে,
আমার ব্রহ্ম-সনাতনী মাধব মাধব ॥
বিধবা বৈদিক ধর্ম্ম, জানে না মাধুরী মর্ম্ম,
অন্ধ ষড় দরশন, শাস্ত্রে কর্ম্ম কর্ম্ম রব ॥
গাধার খাটুনি খেটে, দিন রাত পুঁথি ঘেঁটে,
তব দয়া বিনা নাথ প্রেমভক্তি দুর্লভ ॥

২৪। বাউলের স্থর।

হুজুক শুনি চারিদিকে কর এখন যোগ,
বিষয়ে বিয়োগ নাই বাতাসটানা রোগ ॥
শুনিতাম পাঁচসিকে হ'লে বৈষ্ণবী মিলে
ধর্ম্মের দোহাই নিতাই, অধঃপাত দিলে
যত নেড়া বাউলে, কিনা হয় কালে,
(তেমনি) হিন্দু ছাঁচে যোগের নাচে নাচ্‌ছে সকলে,
এখন পাঁচ টাকায় ব্রহ্মপদ কাশীবাসী করান ভোগ ॥
চোখ্‌ টিবিতে ব্রহ্ম জ্যোতি ভাই ভগ্নীর দলে,
প্রণব পরম ব্রহ্ম চক্ষুর উপরে জ্বলে,
মাছ খাইলে একাদশী ঘরে বানাই মোহনভোগ ॥
সম দম তিতিক্ষা কত উপরতি
এই অষ্ট পাশ ছিঁড়ে বাড়াচ্ছে জ্যোতি
মরি মরি কি বৈরাগ্য হাতে অষ্ট সিদ্ধিস্বর্গ
সংসার উপসর্গ বাজি ভানুমতী,
জেঙ্গে পরে কুস্তি শিক্ষা বড় পালোয়ান
মোগল পাঠান খাঁচে জেনেনা জোয়ান'
এই উড়্‌বে উড়্‌বে কর্‌ছে পাখী বেদবুলির সংযোগ ॥
আজগবি অবতার কেউবা ধরেছে থিওরি
কলির ভূভার হারী
ভারত উদ্ধার রত্ন, গিন্নী পরা ভোগ ॥

২৫। পরজ—জলদ তেতালা।

যতই মতে যতই পথে কর না কেন উপাসনা।
কখন ফল্‌বে না সুফল ভক্তি মধুরতা বিনা॥
শিলাহারে নিরাহারে শাস্ত্র শুনে শাস্ত্র পড়ে
যোগ যাগ কর্ম্ম জ্ঞানে বাড়িবে আরো যাতনা॥
না মিলিবে পরা শান্তি, ক্রমশ ধরিবে ভ্রান্তি,
জল বিনা ভোজনেতে যেমন তৃপ্তি হয় না॥
শুনরে ধর্ম্মান্ধ নর, নাম যষ্টি হাতে কর,
ভক্তি পথে অগ্রসর ধরে ধ্যান ধারণা॥
স্ফূরণ হইবে ভাব জীবন মুক্তি হ'বে লাভ,
ছায়ার মত সাথে সাথে ফির্‌বে হর ললনা॥

২৬। কীর্ত্তন সুর—যৎ।

আমি মিশ্‌তে চাইনে হরি।
পৃথক থেকে পৃথক রূপে দেখি মাধুরী॥
আমায় ভাল বেসো সহৃদয় ছেড়ে মায়া চাতুরী॥
আমি পাই যেন তোমায়,
আমার মন যখন ভুলে যায় সংসার মায়ায়,
ওহে জগৎবন্ধু দীনবন্ধু ভোল ভয় করি॥

তোমার নামটী মধুর কাণে লেগেছে ভাল
পরাণে বিঁধেছে আমার, কিছু লাগে না ভাল,
আরো তোমার মিষ্টকথা, সদাই তাকাই শিহরি ॥

২৭। খাম্বাজ—আড়া।

আমি ভাবি তুমি ভাবনা,
ভালবাসি বলে এত বিড়ম্বনা ॥
যদি ভাব্‌তে নিশ্চয় আসিতে
আমার মত ব্যথা পেলে দিতে কি যাতনা ॥
তোমার অনেক আছে আমার তোমারি কাছে ;
পুরাইতে সাধ কর্‌তে হয় সাধনা।

২৮। ভৈরবী—আড়া।

আমি গুণ শুনে ভুল্‌লেম এখন দেখি নিগুর্ণ।
সুখ দুখ সমান কিন্তু সেবা নিতে নও ন্যূন ॥
একটু ত্রুটী তরে কষ্ট দাও সাধকেরে
আপন বেলায় ভুলে যাও পরের বেলায় দোষ গুণ ॥
ভবানী ভাবের ভুলে, মনে পড়ে তুলে, কোলে ;
নিয়েছিলে একদিন, এখন কর খুণ' ॥

২৯। মুলতান—আড়া।

পশ্বাচারে পুজছে মা তোর মাটির মূর্ত্তি এনে ঘরে।
মহেশ স্বরূপ মা তোর পায় নাই চিন্তা করে॥
ছেলে বেলার ছেলে খেলা, ফুরা'ল কালের লীলা,
এখন ধূলো মাটি ঝেড়ে ফেলা, আঁকিবে কি কুম্ভকারে?
হৃদয় সরোজে রাখি রবি শশী একাধারে,
কোমল কুসুম মাখি আন মেঘ-পারাবারে;
তড়িতে জড়িত গড় ইন্দ্রধনু তারা হারে॥
ভক্তি সোহাগায় দিয়া গলাও সুবর্ণ রং
পৃথ্বী মায়া কোট বায় দিয়া সুধা-বীজ ঠং
মায়ের লাবণ্য কিছু পার যদি তুলিবারে॥
মা মোর দিক বসনা দিগম্বরী, ব্রহ্মা পায়ের আলতার জল
ভাল বাসেন কালাচাঁদে, তাই পরেছেন চক্ষে কাজল,
তাই ন্যংটা ভোলা ন্যাংটা হয়ে সকল ভুলে পদে পড়ে॥

৩০। সিন্ধু—আড়া।

কি আর আঁকিবে মন স্বরূপ উহার,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবা ত্মক ওঁকার প্রণব মার॥
ব্রহ্মা বাম স্তন পানে, বিষ্ণু পিবতু দক্ষিণে;
শ্রুতাশ্রুত ও অধর, অমৃত আধার॥

নিগমে হলেন ব্যক্ত তুমি আশুতোষ ভক্ত ;
মথি বেদাগম সিন্ধু, হ'ল কুলাচার ॥
যত্র মত্ত গজ চলে, সেই পথ হয় কালে ;
ভোল মার শাস্ত্র মায়া, ভোল পশ্বাচার ॥
নিরঞ্জন নিরাকারে, অনন্ত, চিনিতে নারে,
ভক্তের হৃদয়াগারে, আনন্দ আধার ॥
যত রূপ যত লীলা কেবল মায়ার খেলা
বেদান্ত পায় নি অন্ত, বিভূতি বিকার।

৩১। কানেড়া—কাওয়ালী।

এলোকেশি একবার বসন পর, হও পিতাম্বর।
চাঁদ ছেনিয়ে কোমল কমলে বসাই ভ্রমর।
মোহিনী মোহন রাধা মাধব,
হয়ে ত্যজ আজ ঐশ বৈভব,
লও পীতধটী পাঁচনি, খাওয়াই যে ক্ষীর ননী,
ডাকি একবার বলে ননীচোর ॥

৩২। খাম্বাজ—যৎ।

কালী হও কানাই
শিব বলাই দাদা করে সঙ্গে লও প্রাণের ভাই।

বলাই দাদা সিঙ্গা বাজাক্ তুমি বাজাও বাঁশী,
রাখাল বেশে দুইজনে দাঁড়াও একবার আসি,
খেলে মুখে মিষ্টি হ'লে দেব তুলে তাই।
তোমার সনে বিজন বনে, যাব একবার গোচারণে,
ঐশ্বর্য্যে ভোলেনা মন ব্রজ ভাবে চাই।

৩৩। ঝিঝিট—একতালা।

গোপীর নাম মদনমোহন বিরহের জ্বালা জ্বলে,
ক্রমশঃ পাঁজার ধসে, সকল নাশে, জাতিমান কুলশীলে।
হ'তে হয় সুখের লাগি, দুঃখের ভাগি,
কালার হাতে ভার দিলে।
জ্ঞান যমুনা বহে উজান, ভক্তিবান কাল জলে।
তায় আসি কালশশী, হৃদে বসি হাঁসি হাঁসি সকল নিলে।
গোপীর আর কি আছে ধন, মদনমোহন,
ফেলনা মায়ার কলে।

৩৪। বাহার—যৎ।

এখন (ও) ঐশ্বর্য্য জ্ঞান আছে আমার বংশীধারী,
হৃদয়ের ধন কাল রতন তাই ধরতে ভয় করি।
তুমি যে দেবতা প্রভু, মানবের সহ কভু,
হয় কি সমতাভাব এই ভুল হয় হরি।

আছ কাছে এস কাছে স্বপ্ন বোধ হয় মিছে
এখন সে বল নাই অপরাধ হবে ভারি।
তাই হৃদি ওঠে কেঁপে, আনন্দ মধুর রূপে,
লোভ বারায়েছ তাই আবার সাধিতে ধরি।

৩৫। বাহার—ঝাঁপতাল।

অনেক দিনের ভক্ত বলে ডাক্‌লে যদি ভক্তাধীন
একা বসে রব আমি এমনি করে যাবে দিন।
পরীক্ষা কত হবে আর,
ওহে নির্ব্বিকার,
দিনে সংসার বিকার,—
পরিশোধ নাহি গেল কত প্রেম ঋণ।
আমি ভুলে বসে থাকি,
ভাবি আর কত বাকী,
আশ্বাস হৃদয় নাথ! হৃদয়েতে থাকি,—
দেখাও স্বপনে আসি শেষে নাহি চিন।

৩৬। ভৈরব—ঢিমেতেতালা।

এই কি সেই আমার কোনটি স্বপন,
ঘুচাও আঁধার হ'ক 'প্রেমা' উদ্দীপন।

পুরাব কি আশা আমি, এক হয়ে আমি তুমি
তুমি আমার আমি তোমার নহে যতক্ষণ।
দিলেনা না দিলে শক্তি দাও সেই পরাভক্তি
যাক নিগমের উক্তি লতা সবাসন।
মহীয়সী মহিমার বিন্দু মাত্র কিনা তার
কারণ বারিধি কণা আনন্দ কারণ।

৩৭। সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ফুটিল ভাবের পদ্ম হৃদয় মানসে
গুণ গুণ শুনি কিন্তু অলি নাহি বসে।
কি যেন নেশায় ঘোর, ধরিতেছে ক্রমে মোর,
পূর্ব্ব স্মৃতি গন্ধে যেন নিশ্বাস বাতাসে।
হঠাৎ কি দেখে নেত্র শিহরিয়ে উঠে গাত্র,
হাতে ধরি কখন আকাশে।
নিয়ে দেখি সব শূন্য, হই কত মন ক্ষুণ্ণ,
রই বলে রয়েছি বিশ্বাসে।

৩৮। বিভাস—ঠেস কাওয়ালী।

স্নায়বিক শক্তি বেড়ে তাড়িত তড়িত তারে।
অশ্রু ও পুলক চিহ্ন আনন্দ ক্রমশঃ করে।

ক্ষর ও অক্ষর দুই হন মোর ব্রহ্মময়ী

বিকাশ শব্দের সহ নিশ্বাস প্রশ্বাস পরে।

রিস্থ দৃষ্টি বায়ু বোধ,   ক্রমে ক্রমে জন্মে বোধ,

তাই জপ বর্ণময়ী ধরে।

৩৯। জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ—প্রকৃতি পুরুষ মাখা

স্বরশক্তি যোগ বিনে ব্রহ্ম জড়ময় একা।

নাহি হন উচ্চারণ,   তার আর কি সাধন,

কি আপদ মূলমন্ত্রে তবু ভেদাভেদ দেখা।

পাঁচ কাচে শাস্ত্রজাল,   ফেলে দেয় কি জঞ্জাল,

দেখে শুনে দায়ে পালন দায় হ'ল ভাব রাখা।

যত যাও ফাঁকে ফাঁকে,   ততই পড়িবে পাকে,

শুন না তারি কথা বলুক না যত বোকা।

৪০। কানেড়া—ঝাঁপতাল।

ষড়্ভিঃ কর্ণ নিপতিত যথা ;—

আমার কান যেন শুনে না কোন কথা।

ষটচক্র রূপক,   কেবল ব্যাপক,

জাপক শুননাওতা।

রিপুর চক্রেপ'রে ভুলিও না তাঁরে
সার্থক জীবন ক'র নারে বৃথা।
কি আর করিবে কায় ব্যূহ ভেদ
কোথা যে যুগ ব্রাহ্মণের বেদ
ফেলে দাও উপনিষধের গাথা।

৪১। সুবট—জলদ একতালা।

আঁখি ঢুলু ঢুলু নিত্যানন্দে নাম পীযুষ করিয়ে পান।
সকল পাসরি, আপনি বাঁশরি মূলাধার হ'তে উঠায় তান।
ইন্দ্রিয় সখির সনে, মন বাঁধা সুখী শুনে,
ত্যজ লোক লাজ ভয় কুলশীলমান।
আমার ধরম করম গেল, সব ভয় পলাইল,
কিবা আছে কি করিব দান।
হল আত্ম সমর্পণ, কৃষ্ণ ইচ্ছা অনুক্ষণ,
হইতেছে সব সমাধান।

৪২। খট—রূপক।

মম মানস সরে, ফুটিলরে ভাবভক্তি কমল নলিনী।
এক জ্ঞান দিবাকরে, অন্য নাম সুধাকরে,
আনন্দিত দিবস রজনী।

মা মোর আনন্দময়ী, তাই আঁখি হয় দুই,
দেখে তাই ভরিল পরাণী।
আনন্দের নাহি ওর, কপাল ফিরিছে মোর,
খুলে গেছে আরব্ধ-বন্ধনী।

৪৩। সাহানা—সুরফাক।

পরের কথায় ভুলনা আপন কাজ।
এ যে নাট্যশালা যখন যেমন সাজ।
অন্তে শাক্ত বহি শৈব, সভায় বৈষ্ণব,
কচিৎ শ্রেষ্ঠ কচিৎ ভ্রষ্ট পিশাচ ভৈরব
কেন হও পাশ বদ্ধ পূর্ণানন্দে লাজ।
সকল কৈতব ছাড়ি বৈষ্ণব বৈভবধারী
সদা মুখে হরি হরি বৈষ্ণব সমাজ।
ছেড়না সময়াচার তন্ত্র মত ব্যবহার,
ভুলনা ভোলার কথা, ভব ভোলে আজ।

৪৪। সুরট মল্লার—ঢিমেতেতালা।]

সেই দিনেই যে মুক্ত হয়েছি ; আমি আছি তাই আছি।
ফোটে কত শাস্ত্র ফুল দেখিয়ে ব্যাকুল
মূলাধার কদম ডালে মৌচাক গড়ে মন মাছি।

৩

দেখে পর্ব্বযোগ, ভেঙ্গে দেয় মধুভোগ,
আমি কামড়ে ডরাই না তার জলপড়া নিছি।
সে জল পতিত-পাবনী, সে কারণ বারির তুল্য নয় সুরধনী,
গুরু বাক্য দৃঢ় নয়, তাও না ভুলেছি।

৪৫। খট—ঝাঁপতাল।

নাথ প্রেম সিন্ধু ওহে দীনবন্ধু বংশীধারী
মিশেছে রুক্মিণী গঙ্গা বিধুরা যমুনা প্যারী।
মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যশশী দুইটা তটিনী মিশি
জলধি জলদ বর্ণ, অনন্ত মহিমাকারী।
রুক্মিণী গঙ্গার জল, শাস্ত্রে ব্যাখ্যে কত ফল,
সকামী বা পাপী তাপী হয় মন মোহকারী।
নিষ্কামা যমুনা রাধা, নাহি মানে কোন বাধা,
ঢেলেছে সকল সাধ, অই পারাবারে হরি।

৪৬। আলিয়া—কাওয়ালী।

লোকে বলে বলুক জগন্নাথ, তুমি আমার প্রাণনাথ।
তোমার অন্যে উপভোগে,
সত্যভামার মত আমায় ধরে
ঈর্ষারোগে থাকুক হাজার ভক্ত, সদা থাক আমার সাথ।

সদা পহরায় আঁখি,
দেখিব হৃদয় ধনে হৃদেতে রাখি
ইচ্ছা হলো'বা, বল্‌লেমতা,
এখন রাখ কিনা রাখ কথা সেটা তোমার হাত।

৪৭। সুরট—ঝাঁপতাল।

দীন কিসে তব ভক্ত তুমি নাথ বিশ্বপতি।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ তবাধীন সদা গতি।
অদৃষ্ট অদৃষ্ট যোগ কি কর্ম্ম কিসের ভোগ
তব দয়া হলে যোগ, আপনি খসে নিয়তি।
নাহি ধরে অপ্রারব্ধ, সব ভায়া হন জব্দ ;
ছাড়ে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম, নাম শব্দে স্তব্ধমতি।
সাধিয়া সাধকবীর, সব হয় নত শির,
কমল্যা দাসীর ন্যায় যমও ভয়ে বিরতি।

৪৮। বাহার—কাওয়ালী।

যেন) আদরের ধন কালরতন আদর করে রেখ তা'কে।
যশোদার নীলমণি গোপাল আদর বিনা নাহি থাকে॥
শান্তভাবে কর পূজা দাস্য ভাবে স্তুতি,
বাৎসল্যে করিও সেবা, সখ্যে রেখে মতি,
বঁধূর মধুর ভাব মেখে॥

সেই হরি চন্দন জীবন যৌবন ধন,
দেহ গেহ উদাস থেকে ;
তা' দিয়া মিটাও জ্বালা প্রসাদী কুসুম মালা,
শ্রীগোবিন্দ যাবে গোপাল রেখে ॥

৪৯। বাহার—খং।

যা' তোমার কর্‌তে ইচ্ছা দয়াময়।
আমি তা'তেই আছি কিসে ভয় ॥
তোমারে লইয়া যাব যেখানেই আমি,
সেই আমার মুক্তি ক্ষেত্র, সেই ব্রজভূমি,
জুড়াবে সকল জ্বালা, শান্তির আশ্রয় ॥
ডাক দিব দয়াময় বলে, ভাব সিন্ধু উঠিবে উথলে ;
নয়নে প্রেমাশ্রু, তব নাম প্রেমময় ॥

৫০। বাউলের সুর—লোফা।

গেল গেল জাতি কুল মান।
সকল ধর্ম্মেতেই এখন ভাণ ॥
যেমন বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, তেমনি ভৈরব ভৈরবী,
নামের মহিমা গেল পড়িয়ে কুস্থান ॥

বিজাতীয় ভাবে বিজাতীয় শিক্ষা,
আধ্যাত্মিক ভাবে হয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা,
হিন্দুধর্ম্ম করছে পরীক্ষা সায়েণ্টিফিক্ ম্যান ॥
কেহ পরিব্রাজক পরমহংসাচারী
গায়ে আলখেল্লা বাউল ব্রহ্মচারী
আলুণে ধর্ম্মেতে দিচ্ছে নূনের ছিটে
মিষ্টি তাকে মুখে ধুয়েও বিজ্ঞান ॥
যেদিকে তাকাই সেই দিকে তাই
আছে রাজা মহারাজা কথা মাত্র বাই,
ভটচায্ গোঁসাই টোলের পণ্ডিত
গুরু পুরোহিত ব্যবসার দোকান ॥
কিবা বলিহারি মণিহারি চিজ ;
ফরমাস মতন বোনেন ক্ষেতে বীজ,
কে করে তজবিজ হিন্দু মুসলমান ॥
ছিন্ন ব্রাহ্মভ্রাতা একাই একান্নজন
মুখে দেশের কথা
স্বপনে কাঁদেন শুয়ে গিন্নী পদে মান ॥
বদসি বদসি জয় দেবি বোলে ;
কেহ মিশেছেন শ্রীহরির দলে ;
আরো দেশ কল্লো মাটী নেড়া নেড়ীর গান ॥

(তাই) নিরূপণে নিরাকারা প্রসাদ বলে ওমা তারা
খুলে দেমা চক্ষের ঠুলি দেখি অভয় পদ দু'খান ॥

৫১। শ্রীরাগ—একতালা।

শিবে তাই আশুতোষ বলে
বলেছেন নিগম তত্ত্ব খুলে ॥
যা'তে ভব ঘোর যায় যাহা বলেছে তার মায়
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলে ॥
যদি সে সময় আচারে, নাহি চল ব্যবহারে,
তবে যাও তাঁর কৃত কাশী মুক্তি হবে মলে ॥

৫২। সাহানা—যৎ।

অজ্ঞানীর জন্য কাশী জ্ঞানীর জন্য সকল স্থান
তারা ভয় করে না পাপে তাপে পাপীর তরেই গঙ্গাস্নান ॥
অটল বিশ্বাস যা'র, করে হৃদয় অধিকার,
গঙ্গা নারায়ণ নামে কে না হয় পরিত্রাণ ॥
আগম পুরাণ ভেদ, সমান নিগম বেদ,
নাম ব্রহ্ম কর সার অজামীল উপাখ্যান ॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণ কত, আছে শাস্ত্রে শত শত,
ভক্তি প্রেম জ্ঞান বিনা নাহি হয় পরিত্রাণ ॥

৫৩। পিলু—যৎ।

ছিছি মন কি এই সাধনা ॥
লয়ে আশা কোশাকুশি, ভ্রান্তি কুশাসনে বসি,
দুঃখ আর আসে হাঁসি বৈদিকে কি সাধ মেটেনা ॥
করলে কত উপবাস, পাইয়াছ কি আশ্বাস,
তথাপি রহিলে বসি, এখন বিশ্বাস গেল না।
জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ তত্ত্ব ছেড়ে পঞ্চ তত্ত্ব তত্ত্ব ;
কাঁঠালের আমসত্ব করিতেছ' তা দেখ না।

৫৪। সুরট—কাওয়ালি।

বৈদিক বৈদিক ক'রে গেল দিন।
শুন্‌লেম না শিব-বাক্য দীনবন্ধু দাও দিন ॥
আমার এখনও জাত্যাভিমান না হইল ব্রহ্মজ্ঞান
এমনি সংস্কার আটা যেমন জল বিনা মীন ॥
যা হ'তে সকল, তাঁ'রি কৃত কল ;
শোধিতে না পারে কেহ যেন ঋণ ॥
পরিশোধ হলে জীবন্মুক্ত ফল,
তাই শাস্ত্র জালে এতই কৌশল,
রূপকে স্বরূপ নাহি হয় চীন ॥

৫৫। খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

গোপিনি তোদের ও ভাবে ভুল
ভাবিতাম বলে যাহা জগতে অতুল ॥
হৃদয় মাঝারে যিনি লাজ ভয়ে উলঙ্গিণী
তোরা না কালার পূত প্রেমের পুতুল ॥
দিয়েছিস সব ভার কি আছে তোদের আর
সংসারে মিশিয়ে হ'ল বিশ্বাস কি স্থূল ॥
হরিল বসন হরি, কেন পায়ে ধরাধরি,
আঁকিল হৃদয় হীন, তাই কবিকুল ॥

৫৬। মূলতান—একতালা।

বাঁশীতে সকল যায় হয় নাকি লাজের বারণ !
পরীক্ষা করছে কালা কদম ডালে লয়ে বসন।
এখন ভাব দুই কেন ব্রজ-রসময়ি সর্ব্বময় ছাড়া কোন্ ?
হল যে রসাভাষ মায়ার পাশ যত সব আবরণ ॥
তোদের শিখাল তাই হাঁসে রাই গলে পর কাল রতন ॥
প্রণয় যমুনা জলে, ত্যজে লাজ কুলশীলে,
হের ঐ মদনমোহন ॥
নহিলে বাঁশীর গানে, পঞ্চ বানে, হয় না প্রাণের
আকর্ষণ ॥

৫৭। বেহাগ—খৎ।

অষ্ট পাশ নাহি গেলে পীরিত করা যায় না।
একটু ওজনে ভুল্‌লে কালার প্রেম রয় না॥
সে বড় বুঝিয়া লয় বড় কড়া প্রেমময়
কিন্তু কাজে সব দেয় কিছুই সে চায় না॥
সেবায় প্রসাদ খাও, হরি নাম গুণ গাও,
অলস হইয়া র'লে কখন তা' পায় না॥
ভাবের ব্যত্যয় যদি, কাঁদিবে সতত হৃদি
তবু সেই হারানিধি নিকট ছাড়া হয় না॥
যৌবন বহিয়ে গেলে হতাশ হইবে ফলে
সাধিলে মানস চিত্ত অন্যদিকে ধায় না॥

৫৮। সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কাজ ছাড়া কিছু নয় কাজের ফল ছাড়্‌লেই হয়।
এই দেহ যতক্ষণ কাজ হবে অনুক্ষণ
দেহের ধরম যাহা দেহে উপজয়॥
তবে বৃথা কাজে কেন দিন করিবে ক্ষেপণ
অসময়ে কি হইবে এই সুসময়॥
কর সেই আয়োজন, খুলুক ভব-বন্ধন,
কাল জয়, লাভ চতুষ্টয়॥

৫৯। বাউলের সুর।

আমি কাজের ব্যস্তে চল্‌লেম পাবনা।
আমার হ'ল না রামায়ণ শোনা॥
সেই ব্যাধ বাল্মীকি, হ'ল না কি
ঋষির মাঝে কবির শ্রেষ্ঠ কি পূত কল্পনা॥
রাম নাম শুনি রা বলিতেই সকল পাপ যায় অমনি,
মকার কপাটবৎ বৃথা পাপ ভাবনা॥
দেহ গেহ হ'তে সব, পলায় শুনি নাম রব,
বামদেব অসম্ভব করেছিল ধারণা॥
গুহক চণ্ডাল ভাই রামা মিতে রামা ভাই
অহল্যা মানবী পশু করে সেতু যোজনা॥
ভেদ জ্ঞান হরি হরে সবংশে রাবণ মরে,
ভক্তশ্রেষ্ঠ বিভীষণ লয়ে ভ্রাতৃললনা॥

৬০। খাম্বাজ—একতালা।

হৃদয় নাথ আমি কিসে এত অপরাধী।
আমি দেখি ক্রমে বাড়ে বিষয় ব্যাধি॥
আমি শুনি নামামৃত করিলে পান;
জরা মৃত্যু গিয়ে অমৃত সমান
বিষ্ণু পাদোদক সকল ঔষধি॥

আমার হয়েছে ত্রিদোষ ত্রিনাড়ী যোগে
ইড়া পিঙ্গলার সুষুম্নার ভোগে
পলেম পরা ভোগে খাই প্রেম দধি ॥
পূর্ব্ব মহাত্মার ঘৃত মধু স্নেহ ;
নাহি উপজিল আশার বিরহ,
বলি অহরহ হা হত বিধি ॥

৬১। রামপ্রসাদী সুর।

কেন মন যাও না সহস্রায়। কতটুক এই বীরজা পার ॥
তোমার আপন ঘর আজ্ঞাপুরে, প্রায় থাকে দরজা পড়ে,
সদাই বেড়াও ঘুরে ঘুরে আমার হয়ে লও আমার ॥
মূলাধারে কুণ্ডলিনী চিন্তা করে চিন্তামণি,
আকুল হয়ে উঠল কেন, বাধা দেও তা'র ॥
তুমিও যাবে না সেথা, অন্যে যেতেও মাথা ব্যথা,
রাখ কথা দেখবে কত, ভাব চমৎকার ॥

৬২। খাম্বাজ—ঠুংরি।

মণিপুর বড়ই গহন বন।
নিরন্তর হিংস্র জন্তু করে বিচরণ ॥
বসন্তের(ও) পাখী আছে ফুল ফুল(ও) ভাব গাছে
ভয় আছে তুলিতে বারণ ॥

সতত হ্লাদিনী কাঁদে মেটেনা তা'র কোন সাধে
স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান হৃদয়ের ধন ॥
কু বোঝা কুব্জা লয়ে সেই মধুপুরে মত্ত হয়ে,
বৃন্দাবনে আন্‌তে দিছি দূতী বৃন্দা-মন ॥
দাবানল জ্বলে বনে, কপালগুণে, কালিয় দমন ॥

৬৩। পিলু—পোস্তা।

কমলিনী বাসর-শয্যা করেছে আজ সহস্রারে ॥
রাই আমার রাজমহিষী কালশশী দ্বারী কর্‌বো
তোমায় দ্বারে ॥
আনন্দ একাই নেব তোমায় দেব আমি আগে
নিলে পরে।
আজি দাঁড়ি থাক, ভেব নাক, কুটুম্বিতা চোরে চোরে ॥
সকল সাধ মিটাইব, কথা কব তোমার সাথে
তাহার পরে ॥
তুমি এখন মোহন বাঁশী, বাজাও বসি আপন মনে
ভাবভরে।
চিরকাল প্রসাদ খেলেম, জ্বলে মলেম শুনবা আর
একেবারে ॥

৬৪। পূরবী—আড়া।

তিন তারে তিন গুণ মরি গাথা তায় মন।
ধন্য এ অদ্ভুত লীলা মায়ার আবরণ॥
মূলাধারে মুক্ত বেণী, আজ্ঞাক্ষে যুক্ত ত্রিবেণী,
কত বার যে প্রয়াগে করেছি মুণ্ডন॥
কুবাসনা রোমাবলী, গায় এখন নামাবলী,
জপ রূপ সম্পত্তির কত মূলধন॥
ব্যবসার ভয় আর, না ধারি চিন্তার ধার,
অক্ষয় ভাণ্ডার মার হাতেতে এখন॥

৬৫। গৌরী—একতালা।

মূলাধারে তাই মুক্ত বেণী বলে।
ঐ স্থান হ'তে মুক্তি ফল ফলে॥
বামে বামাচার দক্ষিণে দক্ষিণ
বহে অন্তঃশীলা সরস্বতী চিন্
বাগ্‌বাদিনী মাতৃজিহ্বা সহ গলে॥
গুপ্ত এক ধারা হ'য়ে চিত্রাগত
কুল, কুণ্ডলিনী নহে নিদ্রান্বিত
উঠিবে নাচিয়া আনন্দিত হ'লে॥

ভোগ যোগ দুই একত্র ও স্থানে
ভোগ যোগাত্মক কৌল কুল জ্ঞানে
ভবানি ভুলিলে যাবে লাভে মূলে ॥
সুষম্না আগুনে পোড়াও মানস
মাখাও চিণ্ময়ে স্বত্ব গুণ রস
ধর মুলাধার আধার কমলে ॥
উপাসনায় লাগে আনন্দ যাহাতে
ভব ঘোর হ'তে তাই চিত্ত মাতে
দুর্গা বলে যাত্রা করে যাও চলে ॥

৬৬। ইমন কল্যাণ—কাওয়ালী।

ভবানি গেল না আমার ভাবের ভুল।
তুমি যোগেশ্বরী ভোগেশ্বরী প্রাণেশ্বরী কুল॥
তাই কৌল কুলাচারী অকূলে অমৃত করি
দাও শুদ্ধ জ্ঞান মম জানি সূক্ষ্ম স্থূল॥
আত্ম ভাতি নিরঞ্জন নিত্য সত্য দরশন
হ'ক চিদাকাশে মন আনন্দ ব্যাকুল॥
দেখে আশা চাতকিনী হয়ে কত প্রমোদিনী
সকল আনন্দ খণি যত তুমি মূল॥

৬৭। গৌরী—কাওয়ালী।

ভাবের সহিত সুখ উঠে সুষুম্নায়।
শেষে ছড়িয়ে যায় সকল গায়॥
প্রেম বাস্প গদ গদ ফোটে ভক্তিস্বুদ,
জ্ঞান রবি যোগে ঘন আনন্দ ধারায়॥
তাই হয়ে চিত ঘন ধ'রে ও মূর্ত্তি মোহন
যা' দেখিয়া ভবের জ্বালা একেবারে যায়॥
তাই হকারার্দ্ধ কলা, কুলে কামকলা,
মায়া বীজ মায়া ছাড়ে ক্রমশ চিন্তায়॥

৬৮। ভৈরো—আড়া।

আমার আমার ক'রে আমিত্ব হ'ল না স্থির।
প্রবল বাসনা বায়ু করিতেছে অধীর।
পঞ্চ স্থানে পঞ্চ প্রাণে অনিল অনল সনে,
জ্বালায় আবেগ শত শক্তি বিনা নহে বীর॥
তাই করি শক্তি শক্তি, অষ্ট পাশ হ'তে মুক্তি,
তারা তর্পণের তরে, কুল প্রক্ষালিল নীর॥
সহস্র আনন্দ শুদ্ধি, আয়োজন কর বুদ্ধি,
হবে হতবুদ্ধি ক্রমে কুলের বাহির॥

৬৯। ইমন—আড়া।

মহামায়া মায়া লয়ে স্বরূপ কিরূপ শিব।
নিত্য পূজা মন্ত্রে তব তবু নাহি বোঝ জীব॥
কিরূপ দেখ না তাঁ'র, হয় তাঁ'র কি আচার
আনন্দময়ীর সনে, আনন্দে নাশে অশিব॥
দেহ দেবালয় বাস, অবিদ্যা হইলে নাশ,
স্বপ্রকাশ হন ক্রমে, সদানন্দে সদাশিব॥
অজ্ঞান নির্ম্মাল্য তাঁর, ত্যজে ভোল পশ্বাচার,
জীব শিব, শিব জীব, সজীব পরম শিব॥

৭০। খটভৈরবী—কাওয়ালী।

শিব হয়েও মার চরণ ছাড়া নয়।
ভোলার নাই সংশয়॥
হরি হরি রাম রাম, গেছে ভেদ শ্যামা শ্যাম,
ভোলা জপে অবিরাম বিরাম না হয়॥
হয়ে পূর্ণ অভিষেক, তোমার এ কোন ভেক,
সোহং অহং জ্ঞানে মাঘ কর ভয় ভয়॥
জগৎ অশুভ নাশ, শিব নামে স্বপ্রকাশ,
করিলেন মা মোর নিশ্চয়॥

তাই জ্ঞান গুরুরূপী, পরম ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী,
জীব তরে ভক্তি প্রকাশয় ॥

৭১। সুরট—কাওয়ালি।

এত দিনে ধরেছি আজ ভোলার ভুল।
ভোলা চরণ তলে পড়ে কেন কি বুঝেছে স্থূল ॥
ভোলা রাখবে কিসে ধরে মা আছেন জগৎ জুড়ে
ভোলা একচেটে কর্‌বে বুঝি ধরে রেখে মূল ॥
কলাই শ্মশানে চিতা হয় কুল স্থান
অকুলত্ব শব শিব তাই ধরে কুল ॥
মহাকাল নীল আভা তথাপি গেল না ভাবা
জ্যোতি বিমণ্ডিতা শ্যামা ও স্বয়ম্ভূ ফুল ॥
মা মোর শ্মশান বাসিনা, ভাবে উলঙ্গিনী,
তাই ছেড়ে দিয়ে চুল, করেন আকুল ॥
জিভ কেটে দেখালেন ভাব, কর তালু ভেদ হবে মধুলাভ
সেই পরমার্থ পদ জগতে অতুল ॥
শোণিত লহরী কত পড়িতেছে বে'য়ে
ধলা লালে মেশামিশি গেছে এক হয়ে;
রজত ধবল ভোলা গায়ে চিতা ধূল ॥

ঘোরা অঘোরীঘোর ; আঁধার বরণী মা মোর ;
আঁধার আলোকে মিশি, শিব হ'ল ব্যাকুল ॥
সর্ব্বদা শ্মশানে বাস, জগৎ ছাড়া বেশ বাস,
নীল কমলে ভ্রমর হয়ে তবু ভ্রমের ঝুল ॥
মহাকাল নীল আভা তথাপি গেল না ভাবা
জ্ঞানে জ্যোতি বিমণ্ডিতা শ্যামাও স্বয়ম্ভু কুল ॥

৭২। মুলতান—একতালা।

শক্তি বিনা মুক্তি নাই। আমি খুজে বুঝে দেখলাম তাই ॥
মহারাস রসে রসিক প্রবর,
নাদ রাধা সনে বিন্দু নিরান্তর,
বাণ যোগে লক্ষ্য ভেদ করা চাই ॥
স্বয়ম্বর সভা দ্রৌপদী অর্জ্জন,
কর কৃষ্ণ সখা সাহস অর্জ্জন
মান দুর্য্যোধন হউক অপমান
ভোগ কর সুখে পঞ্চ প্রাণ ভাই ॥

৭৩। ভৈরব—তেওট।

অহং জ্ঞান কিছু নয়। আপন জ্ঞানে তা'কে ধরতে হয়
কর মন যত প্রবৃত্তি নিরোধ,
তবে জন্মে বোধ কি কর নির্ব্বোধ, ওকি জ্ঞানোদয় ॥

তোমার বাসনা বসনে আশা গেরু মাটি,
খাবার বেলা চাই বড় বড় বাটি।
মন নয় খাঁটি এখনও সংশয়॥
করবে পাপ তাই ধরেছ ও ধ্বজা,
ধর ধুয়া কৃষ্ণ হৃদয়ের রাজা,
তারি আজ্ঞা মত, কর সমুদয়॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যত ছিল মহাজন,
বলেছেন তাঁরা করিতে সাধন,
সেবা বিনা সিদ্ধি বস্তু না মিলয়॥
তাই কুলার্ণব স্বরূপিণী মা মোর
ছেড়ে দেরে তোর মোহ নিদ্রা ঘোর
ওকি তত্ত্ব মন্ত্র দেখি ভাবোদয়॥

৭৪। খট ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

সোঽহং সোঽহং করলে হয় না সোঽহং চাই জানা॥
সোঽহং সর্ব্বভূতে, সোঽহং ভূত শুদ্ধিতে,
সোঽহং ধ্যান ধারণা॥
সোঽহং হয়ে স্বয়ং বা হও, আমায় তাই আগে কও,
কি কৌশল এ বিশ্ব-রচনা॥

সেই বিশ্বপতি দাস, না হইয়া কিসে আশ,
মিটিবে তোমার বলনা ॥
মুখে নাম নিরন্তর, সেরূপে আরোপ ধর,
স্বয়ং সোঽহং তবে হইবে চেনা ॥
ছাড় এই ভাব, যা'তে হয় অভাব।
বারে বারে করি তাই মানা ॥

[illegible]। আলিয়া—কাওয়ালী।

আমার ছিল আশা গলে পড়িতে।
মনোমত পতিরতা প্রমোদা বনিতে ॥
সুশীলা চারু হাসিনী সাধিতে কুল পদ্মিনী
শ্বশুর কুলাচার বিহিতা লতাতে ॥
মাধবের বুকে যথা, কৌস্তুভ রতন গাথা,
হইত জগৎ আলো তেমনি শোভিতে ॥
হায় রে কপাল গুণে, গেল সাধ দিনে দিনে,
গোপাল তোমার আর কত আছে মনেতে ॥
জননি জনম ভূমি, বিদায় দাও যাই আমি,
ধরে নীলব্রত, যাই শব লয়ে চিতাতে ॥
কি কাজ থাকিয়া আর, কংস দন্ত শীলা ভার,
বদ্ধ মায়া কারাগার, দৈবকীর বুকেতে ॥

৭৬। বিভাস—ঝাঁপতাল।

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞ সমুদ্র লঙ্ঘন ক্ষম।
তথাপি লৌকিকাচার ত্যজনা মানস মম ॥
যাহাতে জগৎ চয় উচ্ছৃঙ্খল ভাব হয়
হয় কি উচিত বিধি আজ তাই তব সম ॥
মানব সমাজ ছাড়া ছেড়ে দেব বিধি ধারা
উচিত কি হয় করা যে কাজ বড় বিষম ॥
তা'তেই বৈদিক দিনে সাধে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণে
মহা নিশি সঙ্গোপনে সাধিবেক কুলক্রম ॥
মহাজন এই উক্তি, সদা রেখ প্রেমভক্তি, জগতেরে
শিখাও না হইতে পশু অধম ॥
যার দেখে পাঁচ জন, করিবে অনুকরণ, চল যাই তার অতি
হয়ে বিজ্ঞতম ॥

৭৭। বাউলের স্তব।

তুলেছে নূতন মত ভাগবত সব যত তিলক ধারী।
গায়ে নামাবলী হাতে থলি মুখে জয় হরি হরি ॥
তুলসী কাণে গলে মালা, বিড়ালের ব্রত পালা
বেড়ান বকের মত পুকুর ধারে চুনা পুঁটি শিকার করি ॥

কথায় ভুলে বিষ্ণু বিষ্ণু মায়ের বলি অসহিষ্ণু
নূতন যীশুখৃষ্টের চেলা পশু হিংসা দেছেন ছাড়ি ॥
চৈতন্য চরিতামৃত বুক্‌নি ঝাড়েন ধর্ম্মের কত
করে পান নামামৃত বেঁধে খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি ॥
নূতন আমদানি যা'রা ব্রহ্মজ্ঞানী পোষা মেড়া
স্বজাতীয় মুক্তি দেখে হন ঈর্ষা দ্বেষে মরিমরি ॥
ভায়া আমার ভেড়া কান্ত ধর্ম্মজ্ঞান মর্ম্ম অন্ত
করবেন দুদিন ধরে দুপাত পড়ে আজব শিক্ষা বলিহারি ॥
চার্ব্বাকের চারু বাকে পরে গেছে ধাঁধাঁর পাকে
বিপাকে পতিত গোঁসাই খেয়ে মৎস্য কুর্ম্ম উদর পুরি ॥
মা আমার জগৎময় দীন বন্ধু দয়াময়
মহাকাশে ঘটাকাশ, মিশান বুঝাও দয়া করি ॥
উদ্দেশ্যই পাপ পুণ্য সত্যাসত্য ফলে গণ্য
বিচার বিনা মতিচ্ছন্ন বিবাদ কেবল শূন্য ধরি ॥
যেন তৃতীয় অবতার, আচার বিচার ব্যবহার,
হরি হর ওতেই এক, মুর্খের বুঝ্‌তে অনেক দেরি ॥
অনন্ত বীর্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি আমার শাম্ভবী
পরম বৈষ্ণব শিব আছেন নারায়ণীর পায়ে পড়ি ॥

১৭। লুমঝিঝিট—আড়া।

সকল আচারী হয় কামনা কারণ,
কেবল মাত্র কুলাচার আনন্দ সাধন।
হলে পরে চিত্ত শুদ্ধি ধ্যান যোগে ভূত শুদ্ধি
কারণ আনন্দা নন্দী, কারণ কারণ॥
মৎস্যরূপী মৎস্বরূপী ধবে মুদ্রা সৎস্বরূপী
পঞ্চী করণে হবে শ্রীপাত্র স্থাপন।
তুমি আমি বসে ভোগ নিবারিবে ভব রোগ
শক্তিযোগে শক্তিযোগ অমৃতী করণ।
হবে তবে তত্ত্ব শুদ্ধি চিদানন্দে মন বুদ্ধি
সমাধি আধারে ধরে আত্ম সমর্পণ।

১৮। আলিয়া—জলদ একতালা।

ইন্দ্রধনু সূতায় গেঁথে তারার মালা তারার গলে
পরাব ফেলে দিয়া নাগভূষা বাঘ ছালে।
প্রভাতের ভানু শরতের শশী
লয়ে পুষ্পোদ্যানে বেছে পুষ্পরাশি,
নীল মরকত ময়ূরের কণ্ঠে, যে রং দেখিল জগত ভোলে।
সুখ তারাটীরে সিঁথি সিমন্তে, দিয়ে পড়ে রব ও পদ প্রান্তে;
প্রেমজলে আঁখি তারা, ভাসাইব তারা বলে।

ঐরূপ ভীমা ঘোরা লম্বোদরী,
মায়ের হাতের কপাল কর্ত্তরী,
ফেলাইব দূর করি, রেখে শুধু নীলোৎপলে।

৭৯। খট্‌ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

মা মোর বর্ণময়ী স্বরূপে আরোপ ধর,
সাধক ও কি বর্ণ মাতৃকা ন্যাস পড়।
দুই মুখ ভুজঙ্গিনী, সুষুম্নায় কুণ্ডলিনী ;
একবার নিয়ে শ্বাসে, আবার উগার।
এই বর্ণ জপ ক্রম, ঝিল্লিনাদ যাবে ভ্রম ;
ওঁকি ধ্যান ওঁকি কর, কেবল অক্ষয়।
গুরু দত্ত বীজলতা, এখনও জন্মিল না তা,
ভূত লীপি ভূত শুদ্ধি, ষোঢ়া ন্যাস কর।
হও দেখি মৃত্যুঞ্জয়, যাক ক্রমে কাল ভয়,
হও সুখে নিত্যানন্দে অজর অমর।

৮০। বাগেশ্রী—একতালা।

ডাক দিয়া স্বপনে,
হাতে যখন দিল বাঁশী, নিলাম না কেনে।
সেই কালাচাঁদেয় বাঁশী, যায় মুগ্ধ ব্রজবাসী,
আজ আমি কত গাইতাম গানে।

আমার নাই শক্তি, ভুল্‌লাম ভাব ভক্তি,
এখন পেলে আমি জুড়াতাম প্রাণে।
উঠিত কত লহরী, ওহে দীনবন্ধু হরি,
আমার সব নষ্ট কপাল গুণে।
নাম জপে পাপ যাবে মনোস্তাপ
তব শিক্ষা নাম রহিল মনে।
আবার যদি পাই, ছাড়্‌বনা কানাই।
এখন রলেম সেই আশার স্বপনে।

৮২। কানাড়া মিশ্র—সুরফাঁক।

যোগী জীবন ধনে, গোপীজন মোহনে, ভাব মন
তাঁরে নিরন্তর।
রও সদা গোপী মাঝে, গোপী ভাবে গোপীকাজে,
প্রেমময় করও অন্তর।
গোপী অনুগত বিনে, ঐশ্বর্য্যভাবের জ্ঞানে,
ভজিলেও জন্ম জন্মান্তর।
না মিলিবে গোপীনাথ, বামন হয়ে চাঁদে হাত,
এইরূপ ভাবিবে বিস্তর।
দেখিবে সদা অনন্ত, সব দিকে হয়ে ভ্রান্ত,
পার হতে জলধি দুস্তর।

যদি জলধিবরণ কালা, গলে দিবে বন মালা,
পায় ধরে ব্রজ বাস কর।
যেখানেই গোপীগণ, সেই ব্রজ বৃন্দাবন,
মদনমোহনে গিয়া ধর।

৮২। ঝিঁঝিট—ঢিমে একতালা।

আজ গোপাল পূজিব তোমায় বড় সাধ মনে
এই অন্তর নিকুঞ্জ মাঝে, কৌলজ্ঞান বৃন্দাবনে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ক্ষমাদান দয়া,
অহিংসা আচার জ্ঞান পুণ্য দিয়া
আনন্দ স্বয়ম্ভু মৌন পুষ্পচয়ে মাখি ভক্তি চন্দনে।
তুলসী ছোবনা অই গঙ্গাজল, গোময় কি জন্য
পরিষ্কার স্থল,
ভজনা নন্দী আঁখিনীরে অন্য জল কি কারণে।
পঞ্চতত্ত্ব সদা বিষয়ে মত্ত হয়, তব ও চরণে অবিদিত নয়,
শান্ত দাস্য সৌখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব দানে।
ভাবেতে ভুলিয়ে রব পড়ি পদে, আমায় গোবিন্দ
ফেলনা বিপদে,
আমায় সম্পদে স্বপদে রেখ তব সনে।
প্রসাদের জন্য নাহি দিব ভোগ, আমার দূর করে দাও
ভব ব্যাধিরোগ,

জ্বলে অনুরাগ উজ্জ্বল প্রদীপ স্মৃতি ধূপ ঘ্রাণে।
দিগম্বর ব্রত প্রাণের কথায়, গল পাশ হয়ে উঠিছে
পৈতায়
আমার দিয়েছি সময় তাম্বুল চর্ব্বণে।
উদ্ভাবনী শক্তি ও অষ্টাঙ্গ অর্ঘ,
পৃথি যোগে দীর্ঘ ঈকার বিন্দুভর্গ,
প্রভাতীয় কামে মূলাধার শঙ্খ স্থাপনে॥
বিশ্বাস বৈরাগ্য দুর্ব্বক্ষত যোগে, লয়ে ফুলবান
ভোগ অনুরাগে,
সৌর বহ্নি চন্দ্র কলায় একত্র করণে।
পুনঃ অষ্টরসে চোষট্টী কলায়, অস্টপাশ মুক্ত
হইয়ে ত্বরায়।
দিব শির পরে হ্লাদিনী, প্রেমময় জ্ঞানে।
যে অবস্থা(য়) যাহা ভাল লাগে মোর, তাই দিবে হাতে
নবনীত চোর
মন চোরা বসে এ লালসার কুশাসনে।
কে আছে আমার পূজা শয্যা করে করতে হয়নি যে
অন্তর অন্তরে ;
বিলম্ব তাই ভক্তি শ্রদ্ধা চন্দন ঘর্ষণে।

এখন হৃদয় আসনে এস যাদুমণি, আহা শুকায়েচে
মুখ নীলমন
আমায় ছেড়ে বাছা তুই ছিলি কোন খানে।
ওরে রাখালিয়া স্বাগত বাদন, সুস্বাগত সখা বৃন্দাবন ধন,
পূজা নাই আমার দেখলাম এত ক্ষণে।
লোকাচার মত শুনে পরের কথা, ভুলে ধর্‌লেন
শাস্ত্ররূপক প্রথা
আর এখন দেখি কিছু থাকেনা সাধনে।
এ জগত এই দেহ যে তোমার, কি দিব কি আছে
বলিতে আমায়
ভাব যতই ছিল দেয়া হ'ল আত্ম সমর্পনে।
তুমি পূর্ণকাম আমি কামকলা, আশা সূত্রে গেঁথে
ধর্ম্ম ফুলমালা,
সাজাইব অলকা তিলকা গোপী চন্দনে।
কাঁদিব কাঁদাব রাধা রাধা বলে, কলি কল্পলতা
শক্তি নিপতনে,
প্রাণ সখা সুষুম্মা যমুনাকুলের পুলিনে।
ধর গোবর্দ্ধন গোপিনীর প্রাণ, নয়নে পরাণে
করিয়ে সন্ধান ;
আমার সকল জ্বালা যাবে অই কুলামৃত পানে

শিহরি শিহরি বল্‌ব হরি হরি, নির্ব্বিকার চিত্ত
মধুর মাধুরী,
তাই মায়া লয়ে শিব চিতায় শ্মশানে।

৮৪। বিভাস—একতালা।

(কালির)—নামের গুণে থাকেনা আর নামের চিন।
(আমার)—আমিত্ব আর ধরে রাখ্‌ব কত দিন।
সংসার বাসনা সাগর দুর্জ্জয় এক দিকে গ্রাস
করিছে আমায়
অন্যদিকে সাধন সিন্ধু গ্রাসিছে ক'রে অধীন।
মাঝেতে দুর্ব্বল আমি সর্ব্বদা হয়ে স্বকামী
পেনামা যোজকের মত ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ।
সামীপ্য স্বারূপ্য সাযুজ্য নির্ব্বান, চাইলে চতুর্বর্গ
ধর্ম্ম অর্থ কাম,
সেব্য সেবক রয়ে তোমার শুধ'ব চির-ঋণ।
আমি না থাকলে কে খাবে প্রসাদ, প্রসন্নতা ভোগে
ঘটিবে বিষাদ
আমার এই অবসাদ, শাস্ত্র অর্ব্বাচীন।
শ্রীনাথ দেও এই অভয় আমায়, নাম ও নামিন
অভেদ হেন রয়;
মায়া কুয়াসায় ঢেকনা জ্ঞান ভানু অনুদিন।

৮৪। দেবগিরি—ঝাপতাল।

হরি হর শিব, তিন দলেতে বৃন্তমূলে হর বনিতা।
তাই তুমি সকল ভোল পেলে ভোলা বেলের পাতা।
বিল্বমূলে সদা বাস, শ্রীনাশ দিক বাস,
অর্পিল শ্রীকলরূপী স্তন কেটে লক্ষী মাতা।
অই তব শিব পর' কত সে'ধে গঙ্গাধর'
অভেদ হরহরি পতি দিলে 'আজো' মমতা।
আশুতোষ আশুতোষ আমার কি পেয়ে দোষ
নেওনা কেন দ্বিদলের (অই) চ'খেরপাতা বেলের পাতা।
মূলাধারে পার্ব্বতী, সুষুম্নায় সুখ গতি,
উর্দ্ধরতী বৃন্তসহ তিন গুণে তিন দল গাঁথা।
উপর দল ঝরে, প্রায় সে পাতা ছিড়ে,
কপাল গুণে আগুন জ্বলে পাতা পোড়ে পাই ব্যথা।
খণ্ড অখণ্ড সমান চূর্ণ দিলে ও প্রীতিদান
যেন তেন প্রকারেই আমার বেলা কথা।

৮৫। ঝিঁঝিট—টিমেতেতালা।

আয় মন আজ সহস্রারে আনিগে আনন্দে চল।
এই নিশি নির্জ্জন নিস্তব্ধ ধরাতল।
জ্ঞানরূপী শ্রীনাথেরে, ডাক দিয়া ব্রহ্ম দ্বারে,
পাদুকা পঞ্চক স্তোত্রে কর ভাব নির্ম্মল।

একত্রেতে ভোগযোগ, যাক দূরে ভব রোগ,
বিমল কমল কুল, অমল কোমল।
ওখানেতে ধারা বয়, ইচ্ছাময় চিন্ময়,
জ্ঞানময় মদাতঙ্ক বিলাস বিহ্বল।
সকলি আনন্দময়, আনন্দেই হও লয়,
সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ কেলি কদম্বতল।

৮৬। সাহানা—ঝাঁপতাল।

পিপীলিকা গতিতে কত কাল যাব একি রে জঞ্জাল।
মধুর আশা মধুর বাসা পদ্মে মধু ধরে নাল॥
মন ভ্রমরা উড় ত্বরা চরণ কমল হল অন্তরাল
প্রাণপাখি উড়িবে বৃথা ছেড়ে ধরা ডাল॥
অন্তর অন্তরে রব কত দূরে
ভোলার ভুলে বলেম একাল সেকাল।

৮৭। খট—ঝাপতাল।

ভক্তের প্রীতির তরে নিরঞ্জন নিরাকার।
দশমহাবিদ্যারূপী কভু দশ অবতার॥
কভু নাথ ভক্ত ভোলা কভু বৃদ্ধ কভু বালা
কালীকৃষ্ণে কামকলা বৃন্দাবনে গোপিকার॥

হুঙ্কার উদ্ভবা ঘোরা তারক ব্রহ্ম রাম তারা
কখন প্রণবাতীত কখন বা ওঁকার ॥
নিষ্কাম মাখা সকাম ষোড়শী পরুষ রাম
বামন ত্রিপুরেশ্বরী ত্রিজগৎ পদাধার ॥
কমঠ ভৈরবী ভীমা মীনরূপী ধর ধূমা
নৃসিংহই ছিন্নমস্তা বরাহ ও বগলার ॥
বৌদ্ধ মাতঙ্গিনী মাতা সিদ্ধি দাত্রী শান্তিদাতা
কলির কলুষ নাশী কল্কীরূপ কমলার ॥
চিন্তামণি চিন্তারূপী ভাবমুগ্ধা ব্রজ গোপী
শিশুপাল মুক্তি পেল ভক্তের কি কথা আর ॥

৮৮। মল্লার—কাওয়ালী।

আহা কি মায়াজাল বিস্তার।
তোমায় ছেড়ে করে সংসার সংসার ॥
কোথা যাই কোথা আসি আবার কারে ভালবাসি
দিবানিশি ভাবি বসি আমার আমার ॥
কিবা আছে এথা মোর কেবল মোহের ঘোর
চারিদিকে শুনি শোর ভুলানি তোমার ॥
সদাই করি আমি আমি তুমি বিনা কোথা আমি
তুমি আমি জগৎস্বামী লীলা চমৎকার।

৮৯। বিভাস—ঝাঁপতাল।

ওহে নির্ব্বিকার আমার বিকারহীন কর সাকার সাধনে।
চঞ্চল মানস আন্দোলিত হ'লে তব রূপে যেন
মিশে থাকি জ্ঞানে॥
দশরূপে দশবার হরিতে ভূভার ভার
লীলাময় কর লীলা মায়াতীত মায়া সনে॥
নিরঞ্জন তব কায়া কার্য্যরূপী মহামায়া
তোমার কার্য্য ও কারণ হীন সমাধি ধ্যানে॥
আনন্দই অবশেষ জ্যোতির্ম্ময়ী যোগীজনে
দেখি হ্লাদিনী রাধার কুঞ্জে মদনমোহনে॥
যখন যা' উপযোগী জগতের ভক্ত লাগি
প্রকাশ কর সে রূপ যাহা আসে প্রয়োজনে॥
আমায় কর সেবা দাসী আমি নাথ ভালবাসী
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ বড় মিঠে লাগে কানে॥
জ্যোতির ভিতর স্ফূর্ত্তি শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি
অতুল তুলনা তা'র ধারণা আসে না মনে॥
আহা ওরূপের লাগি হই বুঝি সর্ব্বত্যাগী
আমার কি রেখেছে কিবা যাবে লতা শবাসনে॥

৯০। বাউলের সুর।

মানসে কর কি আশা ত্যজ মন দুরাশায়।
ঐহিকের সুখ যত ভ্রান্তিমাত্র কিছু নয়॥
অভ্যাসে সমতা প্রাপ্তি অভাবে যাতনা দেয়
আবার সে সুখ কভু দুখ বলে ভ্রম হয়,
যেমন নীরে প্রতিবিম্বে হয় সূর্য্যোদয়॥
জীবন গেলে সুখের ভানু হৃদকমলে কি ফোটে তায়
তাই বলি মন সহস্রারে ভাব দেখি শ্যামা মায়
অমৃত নীর ঝরে যথা তেজ ভানু দীপ্তি পায়॥
বিনশ্বর পেতে কেবা নশ্বরে আগ্রহে চায়
আমি বুঝি মন বোঝেনা পড়ে মায়া দোটানায়॥
উপর দিকে যাওনা কেন নীচে আস কি আশায়,
আপন ছেড়ে পরের কাছে বেড়ালে কি ফলোদয়॥

৯১। সুরট—একতালা।

কেরে অন্তর প্রান্তরে অন্তর রূপিনী।
হলক্ষ দ্বিদলে শূন্য সনাতনী॥
তড়িত জড়িত চঞ্চল লাবণ্যে
পুরুষ কি নারী কে জানে অন্যে
আনন্দ আধারে আনন্দদায়িনী॥

সমরসপূর্ণ কামিনী কমলে
বিলাস বিহ্বলা, লয়ে মহাকালে
তাই লোকে বলে কালের কামিনী ॥
ভাবিতে আঁধার অনন্ত মহিমা
আঁধার বরণী গুণ গরীমা
সকলি অনন্ত জ্ঞান স্বরূপিনী ॥
যত দূর যারে হয় তব দয়া
সেই ততদূর জানে মহামায়া
কি কায়া তোমার মহা মায়াবিনী ॥
ভক্তি উদ্যানের মাঝে নিরন্তর
নারায়নী নামে পূত সরোবর
ঘরে নৃত্যকালী আমার জননী ॥

৯২। বিভাস—কাওয়ালী।

ওমা আমার আঁখি ঝরিছে নিরখি
কোন দুখে দুখী দুর্গতি নাশিনী।
অনুগত শিব তার কি অশিব
বুঝিবে কি জীব চৈতন্য রূপিনী ॥
দশদিক হাতে দশ প্রহরণ
বাহন বিক্রমে চমকিত প্রাণী,

প্রবৃত্তি অসুর পদতলাকৃষ্ট
কেন একি ভাব মহিষ-মর্দ্দিনী॥
লক্ষ্মী সরস্বতী ছায়া সম গতি
সদাকাল তব কৃপা ভিখারিণী,
দেব সেনাপতি কার্ত্তিক কুমার
সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ জননী।
পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ জড় ভগবান
তুমি অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্ম সনাতনী॥

৯৩। কীর্ত্তনের সুর।

ভাই সবে আজ মিলেছি আমরা এখানে,
বিঘ্ন না থাকে যাহাতে হরি সাধনে॥
(মনের আঁধার দূরে গিয়া) হবে সুসময় সে সময়
হবে ভাবোদয় অভেদ জ্ঞানে
যাক পঞ্চদেবে ভেদাভেদ জ্ঞান অভেদ হয়ে ভজনে॥
কালী হরি মিলে এক সংকীর্ত্তনে॥
কভু বিভু ভক্ত ভোলা নিরঞ্জনের নিত্য খেলা
নিরাকার ধরেন সাকার লীলা বা ভূভার হরণে॥

৯৪। রামকেলী—একতালা।

ওহে বনমালী হয়ে ব্রজ অলি
প্রমত্ত কামিনী কুসুম সুধায়!
ভেদ জ্ঞান হীন তুচ্ছ কর্ম্মে লীন
যতেক সংসারী সংসারে সাজায়॥
তাদের যেমন স্বভাব স্বকীয়
ভাবেনা ভুলিয়ে ভেদিয়া তুরীয়
তুমি নিরাময় পুরুষ চিন্ময়
নির্লপ্তের লিপ্ত শুনে হাসি পায়॥
কি জানিবে তারা অই গোপিকারা
ঘিরেছে ও বিধু কলঙ্ক কোথায়॥
ভাবে কি তাহারা কুরুক্ষেত্র কোথা
জগৎ বিস্ময় বিপ্লবের কথা
সে বিরাট রূপ দেখে কত ভূপ
পেল আত্মতত্ত্ব ত্যজে দুরাশয়॥

৯৫। পুরবী—আড়া।

গুরু হ'তে আমি জ্ঞানী ভাবিলে অন্তরে,
সুধু সেবা অপরাধ হয় অহঙ্কারে॥
সব নষ্ট হয় ভোগ প্রসাদে জন্মায় রোগ
যাতনা বাড়ায় আরও অন্ধ ব্যবহারে॥

যাঁর জ্ঞানাগ্নির জালে মন্ত্র চাল অল্পকালে
সাধন ইন্ধন যোগে গৃহ রান্নাঘরে ॥
সিদ্ধ নাহি হ'ল অন্ন ধরে গেল মতিচ্ছন্ন
গৌরবে উথলে উঠে মায়া ধূমা করে ॥
আঁখি আঁধা এল কাঁদা ভক্তি জলে হ'ল আধা
কি খাইব কি খাওয়াব গোপাল তোমারে ॥
চাল ত হইল নষ্ট পাইলাম মন কষ্ট
জানিলাম স্পষ্ট ভাবে এত দিন পরে ॥

৯৬। ইমন—আড়া।

অশক্ত হইলে শক্তি মায়া লূতাতন্তু জালে।
ঠেকেছ বিষম দায় আপনি পড়ে আপন কলে ॥
পরের করিতে নষ্ট এখন নিজে কত কষ্ট
ধরিতে উদ্যত প্রায় টিকটিকি রূপ কালে ॥
পাছে পাছে টক্ টকে বাধা হয়ে বাঁধা থেকে
উদ্ধার হ'ল না বুঝি এই বার এই গেলে ॥
গোপাল তোমার মায়া ছার আঁখি আবছায়া
শক্তি ভক্তি যোগে মুক্ত কর এ লাঞ্ছনা ছলে
একদিন পূজা ঘরে এ দৃষ্টান্ত দেখে পরে
আমার হয়েছে শিক্ষা শক্তি শিক্ষা বুঝি মনে ॥

৯৭। মায়ুর খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

বারাণসী পুর-পতি বিশ্বনাথ মহিমা,
অজ্ঞানী কি বোঝে বল হিন্দু ধর্ম্ম গরীমা॥
বিশ্বেশ্বর স্থান চ্যুত, হয়ে জ্ঞানবাপী গত,
দেখালেন এ জগতে দয়ার অসীমা।
মুক্ত হয় মলে কাশী ভস্মীভূত পাপরাশি
ঘুচে যায় জন্ম মৃত্যু অন্ধকার অমা॥
যবনেরা ম্লেচ্ছজাতি ব্রাহ্মণের সমগতি
প্রাণী মাত্রে সমভাগ্য সৌভাগ্য পূর্ণিমা॥
মনরূপী আরাঙ্গীব দিয়ে মঠ ভেঙ্গে শিব
সেই স্থানে চিরঞ্জীব কববর কলমা॥
পাপ পুণ্য সমতুল্য করিলেন এক মূল্য
নির্ব্বাণ নগরী হেথা নাহি মায়া ধূমা॥
সতত জ্ঞানাগ্নি জ্বলে হব নিত্ত কর্ম্মফলে
অন্নপূর্ণা মহারাণী মহামায়া ভীমা॥
কালাপাড় তরবারি আঘাতে অঙ্কিত করি
ধরেন বিমল শোভা হৃদয় সুষমা॥
পূর্ণ শিক্ষা পূর্ণ জ্ঞান দেখে সব বিদ্যমান
বর্ত্তমান কাশীখণ্ডে ধর্ম্মতত্ত্ব সীমা॥

৯৮। শ্রীরাগ—কাওয়ালি।

মন চিত্ত শুদ্ধি হয়ে ভোল বিভু ভাবে,
অই আনন্দ সাধন হয় যদি তবে।
রাম নামে পাপে গিয়া সত্য শিক্ষা জীবে দয়া
দেবদ্বেষী রাবণের বংশ ধ্বংশ হবে।
অশোক কানন হৃতা উদ্ধারও ভক্তি সীতা
পশু ও আসিয়ে সেতুবন্ধে শিলা দিবে।
জ্ঞান সাগরের পারে চমৎকার শীলা নীরে
অনন্ত আঁখি নীরে বুদ্ধি শিলা ভাসিবে।
প্রণয় প্রবল সিন্ধু যদি চাও হও বিন্দু
ভাবের লহরী আশা যাতাসে উঠাবে।
অভেদ নাম না মিন তাই জাপে সেই জ্ঞান
অভাব করুণা যেন আঁকিও স্বভাবে।
এক গুরু শিষ্য ভাই অনুজ লক্ষ্মণে চাই
জনক কন্যা জানকী লাভ হবে ভবে।
প্রতিজ্ঞায় পেতে জানু কুশিক্ষা হরের ধনু
ভাঙ্গ জাম দর্প্প গর্ব্ব পরাশক্তি লাভে।
যেই একবিংশবার করে ক্ষত্রিয় সংহার
পৌরষ পরুষধারী হিংসাদ্বেষ যাবে॥

বামনে ধরিবে চাঁদ ছাড় ক্রমে মায়া কাঁদ
দেখিও আসিবে তব ত্রিজগত পদে।
দান যশ আশা বলি ঐশ্বর্য্যের বৃন্দাবলী
লয়ে ও পাতাল রাজ্যে রাজত্ব করিবে।
বামনের ব্রত ভিক্ষা তোমার হইবে শিক্ষা
পূর্ণ অভিষেক দীক্ষা সেই দিন ভবে।
সার্থক ব্রাহ্মণ নাম হবে সব সিদ্ধকাম
পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ ভক্তি মিশে এক হবে।
কমঠের বৃত্তি ধ'রে থাক সদা এ সংসারে
পাপ জলে পুণ্যস্থলে মন্ত্র ডিম্ব ভেবে।
যত সব কুচিন্তার লইয়ে মন্দর ভার
শাস্ত্রের সাগর মথি অমৃত উঠিবে।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দু'টী দেবাসুরে দিতে বাঁটি
মোহিনী হইয়ে লয়ে অমরেই দিবে।
যদিও ঘটিবে দ্বন্দ্ব চির জয়ী দেব বৃন্দ
হয় না অমৃত লাভ অসুর স্বভাবে।
বেদের উদ্ধারকারী হয়ে মীন রূপধারী
পূর্ব্ব স্মৃতি সযতনে হৃদয়ে রাখিবে।
প্রলয় প্লাবন মাঝে ভুলনা আপন কাজে
জ্ঞান বৃদ্ধ মার্কণ্ডেয় মুনি শিক্ষা পাবে।

ঈশ অনুরাগ ব্রত ধর বরাহের মত
পাপের বিপ্লবে ধর্ম্ম-ভুমি উদ্ধারিবে।
অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নর সোহং জ্ঞান নিরন্তর
সাধনে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধর বীর ভাবে।
হিরণ্যকশিপু পশু নাশি রক্ষা কর শিশু
প্রহ্লাদ আহ্লাদ কৃষ্ণ নাম শিক্ষা যবে।
মহা চীনাচারে সাধি অহৈতুকী হেতুবাদী
বৌদ্ধরূপে আত্মবোধ তত্ত্বশুদ্ধি লাভে।
ছাড়িয়ে সংসার ধর্ম্ম দেখাবে বেদের মর্ম্ম
কর্ম্মকাণ্ড আবর্জ্জনে নীতিশিক্ষা জীবে।
কলি-ভাবাক্রান্ত আসি ধর কৌল ধর্ম্ম অসি
কল্কিরূপী কুলজ্ঞানে ভাব মেচ্ছ সবে।
নাশিয়ে ঘুচাও খেদ প্রবল কলিতে বেদ
সত্যযুগ হয়ে ক্রমে পুলকি আসিবে?
রেবতি রমণ রাম অনন্তে কর নিস্কাম
মুষল লাঙ্গল লয়ে সর্ব্বদায় রবে।
অন্তর কর্ষণ করি পশু ভাব পরিহরি
গুরুবাক্য গদাঘাতে সংশয় পলাবে।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী শ্রুতি রেখা পুরাতনী
অভেদও কৃষ্ণ মূর্ত্তি রাধা ও মাধবে।

দ্রবরূপে গঙ্গা হয়ে আছেন ত্রিলোক ছেয়ে
তবু মূঢ় ভক্তি শিক্ষা কভু নাহি পাবে।

৯৯। ঝিঁঝিট—ঢিমেতেতালা।

মন ভবানীর ভাব ওবে যদি ধরে।
ষোড়শী স্বভাব কামকলা চিন্তা করে॥
রূপে লয় হও সোহহং জ্ঞান লও
ব্রহ্মসনাতনী তারা আঁখি তারা পরে॥
রাখ আমার কথা জীব মায়ার মাথা
কাট ছিন্নমস্তা হইয়ে অন্তরে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সঙ্গিণী ডাকিনী ও বর্ণিনী
তৃপ্ত হ'ক খেয়ে অই রজঃ তমঃ ধারে॥
সত্ত্ব শুনি সুষম্না লও রস রসনা
চিরশান্তি নেও করায়ও করে॥
হয়ে বগলা মুখী দুখ গিয়ে চিরসুখী
জিহ্বা ধর সংসারের লালসা অসুরে॥
নিবৃত্তির গদা ঘাত কর দেখি নিপাত
শোক তাপ জরাভয় যা'ক সব দূরে॥
প্রেমতত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে মত্ত মাতঙ্গিনী
ভাব সিদ্ধি পঞ্চতত্ত্ব আনন্দ আগারে॥

প্রবল আশায় ধূমা অনুরাগ অসীমা
সুদীর্ঘ্য বৈদিক ধ্বজা ছাড বিধবারে॥
শ্রীরূপী শ্রীপদে রাখ ভক্তি কমলায় মাখ
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিরূপে ঐশ্বর্য্য বিকারে॥
নাম মদে মত্ত গজ যদ্যপি ও গুণ রজ
দেহ রত্ন ভাণ্ড সুধা সিঞ্চকরী করে॥
কমলা কমলমুখী তুমি আমি হব সুখী
আলোকিত পুলোকিত ভ্রম অন্ধকারে॥
বিমলী করণ হয়ে জ্ঞান ত্রিপুরায় লয়ে
সদা কাল জ্ঞানী হও এই তিন পুরে॥
ভেদাভেদ দূরে রাখ আদরণী হয়ে থাক
উদারা মুদারা তারা হৃদয় আগারে॥
অভেদ ও শ্যাম শ্যামা কভু শান্তা কভু ভীমা
কভু রূপাতীত কভু রূপের ভিত রে॥
এসে কালী সর্ব্বনাশী বাজাবে মোহন বাঁশী
পাগল করিবে প্রাণে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে॥
এই কৌল কুলজ্ঞান শক্তিময় সর্ব্ব স্থান
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড শক্তি স্ত্রীরূপে বিহরে॥
স্নেহময়ী স্নেহলতা ভগ্নী বণিতা মাতা
প্রতিবেশী কুটম্বিনী বয়স্যা সংসারে॥

নির্ব্বিকার চিদানন্দ　　সন্দেহ ঘুচায় দ্বন্দ্ব
ভাবের ভবানী সেই অন্তরে অন্তরে ॥
সংশয় পশুর জ্ঞান　　অনুমান বর্ত্তমান
শেষ সব বিদ্যমান লয়ে মুক্তি পরে ॥

১০০। ইমন—আড়া।

একি রূপ মা!
করালস্য পীনস্তনী মহামেঘ প্রভা শ্যামা ॥
ঘোররবা চতুর্ভুজে　　বামোর্দ্ধ করাম্বুজে
সদ্য ছিন্ন শির খড়্গে শোভিছে ভীমা ॥
দক্ষিণ দুইটী করে　　দিতেছে অভয় বরে
পঞ্চাশৎ মুণ্ডালি রক্তাক্ত ফেণা ॥
বালার্ক লোচন ত্রয়　　শিশু শবে কর্ণদ্বয়
দন্তুরা শ্মশানালয়ে দিগম্বরী বামা ॥
সংঘাত শবের করে　　হাস্যমুখী কাঞ্চি করে
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্ত ধারা বিস্ফূরিতাননা ॥
চারিদিকে ঘোর ডাকে　শিবাকুল থেকে থেকে
শব-রূপ মহাদেব হৃদয় আসীনা ॥
সুখ প্রসন্না বদনা　　সরোরুহা স্মেরাননা
রতাতুরা মহাকাল বিপরীত কামা ॥

এইরূপে চিন্ত কালী সর্ব্ব সিদ্ধি শশিভালী
নাহি মুক্তি ভব পাশে মুক্তকেশী বিনা ॥

১০১। খাম্বাজ—চৌতাল।

নবীন যৌবনা লোল রসনা
প্রত্যালীঢ় পদা খর্ব্বা লম্বোদরী।
করে নৃকপাল খড়্গ কর্ত্তৃৎপল
বরপ্রদা চতুর্ভুজা ভয়ঙ্করী ॥
পঞ্চ মুদ্রা ধরা পরা বাঘ ছালে
করালী কপালে বিচিত্রাস্থি মালে
জটা প্রলম্বিতা নাগ ভূষা পরি
নীল আভাময়ী রক্তাক্ত পঙ্কজে
হূঙ্কার কর্ত্তৃকা হৃদে ধ্যান বীজে
তুমি আভাময় শূন্য বিশ্বচয়
তারা রূপে হর হৃদর উপরি ॥

১০২। পরজ—একতালা।

উদিত সহস্র ভানু কান্তি অরুণা উমা।
রক্ত লিপ্ত পয়োধরা বন্দে ভৈরবী ক্ষৌমা ॥

বিদ্যা অভয় বরা জপ বটী কমল করা
দেবী ত্রিনেত্র বিলসৎ রক্ত পদ্ম সমা ॥
সুধাকর সুধাকরে রতন মুকুট শিরে
মুখে মৃদু মন্দ হাসি শ্রিয়া চারু সুষমা ॥

১০৩। কেদার—সুরফাঁক।

সুরাব্ধি মণি মণ্ডলে রত্ন বেদি সিংহাসনে
পরিগতা বগলা দেবী পরি পীত বরণে ॥
পীতাঙ্গী পীত বসনা পীত মাল্য বিভূষণা
বৈরী জিহ্বা মুদ্গর ধৃতা শোভা পীত আভরণে।
রসনাগ্র বাম করে টেনে ধরে বৈরী পরে
দ্বিভুজা আঘাতে গদা করে ও দক্ষিণে ॥

১০৪। হাম্বীর—কাওয়ালী।

মাণিক্য প্রতিমা প্রভা হরির বণিতা।
পদ্মাসনা আকাঙ্ক্ষিত পারিজাত লতা ॥
দুটী পদ্ম পদ্ম করে দুকরে অভয় বরে
কমলা কমলা মুখী কতই গৌরবান্বিতা ॥
হিমগিরি তুঙ্গ চারি করি বর করে করি
নীর পূর্ণ পূর্ণ কুম্ভে অভিষেকে মাতা ॥

১০৫। গৌরী—আড়া।

শ্যামাঙ্গী শশি শেখরা মাতঙ্গী সিদ্ধি দায়িনী।
রত্ন সিংহাসনে স্থিতা হাস্যমুখী ত্রিনয়নী॥
বেদ খেটক অঙ্কুশ, ধরা চতুর্ভূজা,
বাহু দন্তে রশি পাশ, পঞ্চ তত্ত্বে তুষ্টা জননী॥

১০৬। বেহাগ—যৎ।

কাকধ্বজ রথা রূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা।
বিমুক্তা কুন্তলা দীর্ঘা বিধবা বিমলাম্বরা॥
কৌটিল্য কুটিলেক্ষণা বিরলা দন্ত ভীষণা
বিবর্ণা চঞ্চলা দুষ্টা নিত্য ক্ষুৎ পিপাসাতুরা॥
রুক্ষ আঁখি ঘন নাদা ভয়দা কলহা স্পদা
বরান্বিতা ধূমাবতী সূর্প ধৃত করা॥

১০৭। হরশৃঙ্গের—পট্‌তাল।

স্বনাভি নীরজে ঊর্দ্ধে ধ্যান যোগে
সে কমল কোষ স্মিত বিকশিত।
চণ্ড রোচিশ মণ্ডলের মাঝে
সত্ত্ব রজ তম ত্রিরেখা মণ্ডিত॥

জবাফুল রক্ত বাঁধুলি সন্নিভ
যোনী মণ্ডলের মাঝে বিরাজিত।
মহাদেবী কোটী প্রভা কর প্রভা
স্ব মস্তক বাম করেতে শোভিত॥
বলার্ক মণ্ডল শোভে ত্রিনয়ন
ছিন্ন মস্তা ভীম মুখ প্রসারিত।
লেলিহান উগ্র জিহ্বায় পিবন্তি
রক্ত ধারা নিজ কণ্ঠ বিনিস্থত॥
মুণ্ডমালা ভূষা কর্ত্তৃ দক্ষ করে
আলুলিত কেশ নানা পুষ্পান্বিত।
জপি ধ্যানে দিগম্বরী মহা ঘোরা
অস্থি মালা ধরা নাগ উপবীত॥
ডাকিনী বর্ণিনী যুক্তা দক্ষ বামে
ষোড়শ বযিয়া স্তন পীনোন্নত॥
দেবীগল উচ্ছলিত রক্ত ধারা
দুই দিকে সদা পান প্রকুর্ব্বিত॥
বর্ণিনী লোহিতা সৌম্যা মুক্তকেশী
দিগম্বরী বাম দক্ষিণ যোগত॥
কপাল কর্ত্তৃকা করে প্রত্যালীঢ়া
জ্বলত্তেজময়ী নাগ উপবীত॥

দ্বাদশ বর্ষীয়া অস্থিমালা ভূষা

দিব্যা নানা অলঙ্কার বিভূষিত।।

কল্প সূর্য্যানল উপমা ডাকিনী

দংষ্ট্রা করালাস্য স্তন পীনোন্নত।।

ত্রিনয়না দন্ত পংক্তি বলাকিনী

বিদ্যুৎ জটা বাম পার্শ্বেতে শোভিত ।।

মহাদেবী মহাভীষণে ভীষণা

কর কপালেন পিবতি শোণিত ।।

১০৮। খাম্বাজ—জলদ একতালা।

হর নাভি মূলে মৃণাল কমলে

প্রভাতি ভানুর উজল বিভায়।

জবাসম রাগ কুঙ্কুম অরুণ

দাড়িম কুসুম সম উপমায় ।।

প্রভাতীয় ভানু ফুল্লাস্য কমলে

বিলোল কটাক্ষ কাল অলি দলে

মাণিক্য মুকুট কিঙ্কিনী মালায় ।।

কিঞ্চিৎ অর্দ্ধেন্দু ললাট ফলকে

কুটিল ভ্রূলতা পিনাক ধনুকে

আনন্দ মুদিত লোচন লীলায় ।।

রবিকর জিনি স্বর্ণ কুণ্ডলে
সুধাকর ভোগ সুগণ্ড মণ্ডলে
অতুল জগতে চারু নাসিকায় ॥
সুরক্ত অমৃতোপম বিম্বাধরে
মাধুর্য্য বিজিত রসের সাগরে
মৃণাল ললিত ভুজ লতিকায় ॥
করাম্বুজ রক্তোৎপল সুকুমার
নখ জ্যোতি চ্ছবি নব সুষমার
সমুন্নত স্তন মুক্তার মালায় ॥
ত্রিবলি-বলয়ে মধ্য সুশোভিত
বর্ত্তাকার নাভি লাবণ্য সরিৎ
নিতম্ব শোভিত রতন মেখলায় ॥
কুলাগার কামকলা স্বরূপিনী
চলে রোমাবলী পিপীলিকা শ্রেণী
অমৃত আগার সুধার আশায় ॥
কম্বুকণ্ঠী কমণ্ড নিতম্ব বিম্ব
জানু ও জঙ্ঘা করি-কর-কুম্ভ
কিম্বা রোমাবলি অঙ্কুশে শোভায় ॥
কদলী ললিত জানু ও জঙ্ঘা
কিম্বা পুষ্প স্তুপ অতি সুশোভন

গূঢ় গুল্‌ফ ঘন পদ তুলনায় ॥
রক্ত কোকনদ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিরে
নখচ্ছটা প্রভা শীতাংশু মুকুরে
কি আর তুলিব দেখে হাসি পায় ॥
মহামায়া সব মহা মায়াবিনী
ইন্দ্রজাল লতা কত কুহুকিনী
ভুলালে সবায় মোহিনী মায়ায় ॥
হরিহর ব্রহ্মা সদাশিব ঋষি
সিংহাসন তলে ভাবিতেছে বসি
কিসে মুক্ত হব ও পদ চিন্তায় ॥
শত শশী কান্তি সন্তাপ হারিণী
রক্তবস্ত্র পরা লোহিত রূপিণী
রক্ত পদ্মাসনে অরুণ ভূষায় ॥
চতুর্ভুজা পাশাঙ্কুশ ধনু ধরা
মদনমাদন পঞ্চবাণে পোরা
রূপের আভায় সকল ভুলায় ॥
কর্পূরের রসে মৃগমদে মিশে
তাম্বুল আননে শৃঙ্গারের বেশে
জগৎ রঞ্জন জগৎ আকর্ষয় ॥
জগৎ আহ্লাদ জগৎ জননী

সর্ব্ব সৌভাগ্যের কারণ রূপিণী
নিত্যা সত্যা শিবা সর্ব্বমন্ত্রময় ॥
বেদ লয়ে ব্রহ্মা ভাবিতেছে বসি
সমাধি ধরিয়ে ভাবে যোগী ঋষি
হরি চিন্তামণি ও রূপ চিন্তায় ॥
সর্ব্ব শক্তিময়ী ত্রিপুর সুন্দরী
লৌহিত্যে অতুল যত জগতেরি
চিন্ময়ী বিকাশ মানস আত্মায় ॥
তাই চিদানন্দ চিন্ময় সঙ্গিনী
অভেদ ও রাধা মাধব রূপিণী
গোপাল ভুলালে ব্রজ গোপীকায় ॥
রাধা রাধা বলে বাজায় বাঁশরী
নাদ বিন্দু যোগে মুগ্ধ ব্রজপুরী
মূলাধার নীপ তরুর তলায় ॥
চিন্তা ক'রে হর সেই কমলিনী
স্বনাভি কমল পদ্মে আদরিণী
কতই মানিনী গুণ গবীমায় ॥
পূর্ণকাম কল্য মানস বাসনা
পূজিব শ্রীচক্রে মানসে এস না
হব পূর্ণানন্দ সাধন প্রথায় ॥

১০৯। গৌরী—আড়া।

উদিত ভানুর ভাতি শশী দ্যুতি কিরীটিনী।
হাস্যমুখী ভুবনেশী তুঙ্গ কুচা ত্রিনয়নী ॥
পাশাঙ্কুশ বরাভয় চারি করে শোভা পায়
ভজিলে সকল সিদ্ধি চতুর্ব্বর্গ দায়িনী ॥

১১০। বেহাগ—কাওয়ালী।

আহা কি ভাবের লীলা লীলাময়।
বিভু বিভব গিয়াছে সমুদয় ॥
মহান মহিমাধারী তুমি নাথ গোপিকারী
ভাবের অঞ্চলে যেন বেঁধেছে তোমায় ॥
হাতে বাঁধে কাঁধে চড়ে বেড়ায় যমুনা তীরে
কিশোর কিশোরী সঙ্গে কিশোর লীলায় ॥
কি ভাবটী সুমধুর যা মুখে লাগে মধুর
খাইয়ে কানাই বলে তোমায় খাওয়ায় ॥

১১১। খাম্বাজ—যৎ।

মরি কি আশ্চর্য্য শিক্ষা চমৎকার সব ও দেবধারা।
এক যায়গায় যত নচ্ছার জুটেছে নাম ভাণ্ডারা ॥

গাঁজা গুলি চরস্ ভাঙ্গে বেজায় নেশার রঙ্গে
আফিমে কেহবা ঝিমে সব যেন সৃষ্টি ছাড়া ॥
কখন তিন নাথের মেলা ওদেরি সব রাখা নাম
শিক্ষা দিচ্ছেন গোসাই আসি তুমি রাধা আমি শ্যাম ॥
মরি কি কথার অর্থ চৈতন্যের ভাব ব্যর্থ
সাধিছে রতি সমর্থ অসমর্থ নেশায় মরা ॥
রাধাধর সুধা পান শালীনে বনমালিনে
বুঝাচ্ছে আসিয়ে বিজ্ঞ ওর মধ্যে যে রসজ্ঞ ॥
রাধা ধর সুধু পান শালি নে বনমালি নে
এই সব গাঁজাখুরি দরবার বসেছে যত,
আর আর গুপ্ত কথা ওদের বল্‌ব আছে কত,
যেমন রূপ তেমনি গুণ কলির ভূত ওরা ॥
পয়সা দিয়ে খেতে দিয়ে ওদের আবার প্রশ্রয় দেয়
হয়েছে প্রবল কলি যা কর তাই শোভা পায়,
কি আর বলিব আমি মূর্ত্তিমান পাপে ঘেরা ॥

১১১। বিভাস—ঝাঁপতাল।

ভক্ত আর ভক্তি দুই প্রকৃতি পুরুষে
আনন্দ করিছে তারা দুই জনে মিশে ॥
লয়ে কোন সেই লতা শিখেছে কত মমতা
নয়ন ভাসিছে স্নেহ মধুরতা রসে ॥

সকল উলঙ্গ ভাবে অনুরাগী পাবে কবে
ধরি ধরি করে সদা বিরহ হুতাসে ॥
কি যেন মোহিনী আশা জ্বালাইয়ে ভালবাসা
রেখেছে জীবন্ত ক'রে জ্বলন্ত বিশ্বাসে ॥

১১৩। বেহাগ—কাওয়ালী।

অই মন কর দ্বিদলেতে লয়।
তা' হ'লেই যাবে সকল ভয় ॥
যত সব কর্ম্ম হয় মনের ধর্ম্ম
তারি দাস রিপু ইন্দ্রিয় নিচয় ॥
দ্বিদলেতে জাল প্রদীপ কলিকা
আপনি পুড়িবে মানস মক্ষিকা
কায়া মায়া ভেদ হইবে নিশ্চয় ॥
অন্তর প্রস্তর হয়ে যা'বে মাটি
আখি ভাব জলে আরো হলে খাঁটি
মন্ত্র বীজাঙ্কুর প্রকাশিত হয় ॥

১১৪। টোরি—কাওয়ালী।

মরুময় হৃদয় কন্দরে,
মন্ত্রবীজ দিলে তাহা কভু কি অঙ্কুরে ॥

ফল আশা কেবল দুরাশা তাঁতিবন্ধ শষ্যক্ষেত্রে যেমন বরষা
একেবার দিয়া যায় সব নষ্ট করে।
কভু অঙ্কুরিত যদি আসে পাপ বান
ক্ষতি হবে লাভের মূলে চাষার সমান;
জ্বলিবে সতত বসে অন্তর বাহিরে।
যদি নাহি ধর্ম্ম বাঁধ তবে না মিটিবে সাধ
কেবল বহিবে চির আশার দুয়ারে।
যদি পুরুষার্থ থাকে, সাধ ডাক সদা তাঁকে
সুসারে ফলিবে ফল অবশ্য উষরে।

১১৫। ইমন—একতালা।

জননী দিওনা দুঃখ আর,
আমি দিলাম এবার তোমার হাতে ভার।
বারে বারে আমি আসি আর যাই
তুমি ছাড়া আর আছে কোন ঠাঁই
শুনি জন্ম মৃত্যু যাতনা আধার।
সে সকল আমার কিছু নাই মনে ভুলেছি সকল
আশার স্বপনে
মাতা হয়ে এত কুহক বিস্তার।
শিব বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হয় আমার নিশ্চয় বিশ্বাস
গিয়াছে সংশয়

তবু কেন যেন যাতনা চিন্তার।
প্রাতঃকাল হতে আবার প্রাতঃকাল
দেখি চতুর্দ্দিকে তোমার মায়াজাল
তোমার ইচ্ছা নয় জীব না হয় নিস্তার।

১১৬। আলিয়া মিশ—তেওট।

আমি আর কিছু চাইনে তোমার কথা শুনে জুড়ায় প্রাণ।
সাধনের বিনিময়ে চাইনে কোন আদান প্রদান।
আমিও কিছু নাহি দিব তুমিও কিছু দিওনা
দেখা দিও মাঝে মাঝে যায় যেন যাতনা
বলেছ প্রসন্ন তুমি কেন অবসন্ন আমি
এযে নাগ কর্ম্ম ভূমি ভোগে কর পরিত্রাণ।
আমি খেলে তুমি খাও না খেলে মরিয়ে যাও
কি চাব হে ভক্তাধীন আর কি করিবে দান।
করিবে জগত গুরু রোপিয়াছ আশা তরু
ফলের সুফল কর হইলে যেন হয়রাণ।

১১৭। বাঁরোয়া—কাওয়ালি।

আমি কিছুই না চেয়ে শক্তি চেয়ে ছিলাম তাহার কাছে
যে ভঙ্গি দেখালে ত্রিভঙ্গ হাত দিয়ে গালের কাছে।

শক্তি চাই জগন্মাতা পরে আমি জানালেম তা
কালা কালি ভেদ জ্ঞান অনেক দিনই দূরে গেছে।
জীবনে শিবত্ব প্রাপ্তি হইবে সব সমাপ্তি
ভক্তিই আমার শক্তি এখন কালের ভয় করি মিছে।
এখন ভাবনা তাই তুমি আমি কোথায় হবে লীলা ভূমি
স্থির কর্‌তে না পারায় বেশি করে জপ্‌তে বল্‌ছে।

১১৮। সুবট—কাওযালি।

এক দিন শুয়ে স্বপ্নে দেখি গোপাল ভেঙ্গেছে।
উতলা হতেই দেখি হৃদয় নাথ হাঁসিছে।
কত কথা কত ভাব আহা মরি মরি
দেহ গেহ ধনজন সকল পসারি
তাহার একটী কথা অঙ্কিত রয়েছে।
ব্রাহ্মণের গৌরব রাখিতে ভৃগু পদ চিহ্ন যেমন
আমার বুকেতে
তোমার পিতায় যারা পরাভব করিছে
সেই বৈরী নির্জ্জাতন বহ্নিসম অনুক্ষণ
রাখিও গৌরব বৎস কুলের যা গেছে।
তাই এখন সংসারী হয়ে তাঁর আজ্ঞাকারী
সে সময় হয় নাই, এপ্রাবদ্ধ আছ।

১১৯। ঝিঁঝিট—আড়া।

ইচ্ছা করলেই সকল জ্বালা যায় ইচ্ছাময়।
আমার প্রাবন্ধ খণ্ডন হয়ে কবে হবে সে সময়।
পনর বৎসর ছিল কর্ম্মে ক্ষয় কবি,
সাড়ে তিন বৎসর রাখলে আয়ু হরি
গত সন দশই ফাল্গুন হতে মনে হয়।
আমি ভাবলেম ব্রজে যেতে, তুমি বল্লে এথায় রও
কি ভরসায় থাকব বসে প্রকাশ করে সব কও
কেন করছ নানা ভাবে জীবন যন্ত্রণাময়।

১২০। ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সহস্রারে মহাপদ্মে পদ্মগণে সুশোভিতা
ঘনপীন পয়োধরা শক্তিরূপী গুরুমাতা।
প্রফুল্লপদ্ম পত্রাক্ষী জ্ঞানময় সব সাক্ষী
নিত্যা শিবা ক্ষীণমধ্যা মুখে সদা হাস্যযুতা।
পদ্মরাগ প্রতিকাশা সুশোভনা রক্ত বাসা
রক্ত নূপুর পায় রক্ত কঙ্কনান্বিতা।
শারদিন্দু সুপ্রকাশে বদনে কুণ্ডল ভাসে
বরাভয় করে দেখ স্বনাথের বামেস্থিতা।

১২১। ঝিঁঝিট—জলদ একতালা।

পঞ্চ বক্ত্র, নেত্র-ত্রয় চারু চন্দ্রচূড়,
রজত ধবল নিভ, গিরিশেখর।
বৃষভ বাহন বাঘছাল পরা, রত্ন শোভে ভাল
বিশ্ব আদি বিশ্ব বীজ গঙ্গাশির পর।
আদি গুরু আদি নাথ সকল তোমার হাত
পরশু মৃগ বরাভয়ে নিখিল ভয় হরহর।

১২২। কীর্ত্তন—লোফা।

নবীন নীরদ শ্যামল পক্ক বিম্বাধর গোপাল
নবনী পায়স ধরে, লয়েছেন দুই করে,
বিভু বাল বেশ অতুল।

১২৩। মায়ুর ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

মঞ্জীর যুগল পদে কটীতে কিঙ্কিনী
এক হাতে এক পায় চলে নীলমণি।
নবীন বালক দেহ স্থকোমল চারু
বক্ত্র পদ্ম তুণ্ড বাম হাতে ননী লাড়ু
ভজ মুকুন্দ বাসুদেব স্থতে নিত্য জানি।

১২৪। কীর্ত্তন—লোফা।

মহাভাগ মহাপ্রভা বালাখ্য তোমার নাম,
প্রমত্ত শক্তি সংযুক্ত সংসার দহন ক্ষম
দেব কাম কলা ন্বিত—
শৃঙ্গারাদি রস যুত
সেই রসে উল্লাসিত কাম রূপী তাই কাম।
তাই বামে বামাঙ্গিনী
গিরিজা সদা সঙ্গিনী
ভগবান বাণ নামে পুরাও আমার মনস্কাম।

১২৫। সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমি এক বারেই চাই জ্ঞানী হতে।
ক্রমে দেখ্‌ছি শুনছি নানা মতে
সামান্যেই ক্ষুদ্র চিত্ত কত ভাবে চিন্তান্বিত
ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ তম হয় নানা তাতে।
যাই যার প্রয়োজন তাই না হ'লে ঘটন
আন্দোলন কত কথা হয় আসি মনেতে॥
ঘটে যে অবস্থা যার হয় সেই ভাব তার
কি বিচিত্র লীলাময় লীলা এই জগতে॥
ক্রমে জেনে এক ভাব তবে সেই এক লাভ
বিধৌত হইবে চিত্ত ক্রমশই সাধিতে॥

১২৬। বাহার—ঝাঁপতাল।

শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য বৈষ্ণব,
বিভু সব তোমার বিভূতি বৈভব ॥
পাঁচটী নদীতে পঞ্জাব নাম
সব গিয়ে শেষ তুমি আত্মারাম
তেমনি করিয়াছ লীলায় কৈতব ॥
শম্ভু স্বরূপ না পান আঁকিতে
যোগী ধেয়ানে না পায় ধরিতে
শম্ভু বলিতে কখন কেশব ॥
নদী নাম যায় পেলে পারাবার
পেলে পারাবারে সেই সব তার
তখন তাহার আর কি সম্ভব ॥
তাই গোপী ভাবে ভাবিছে গোপিনী
শম্ভু হৃদিপরে ন্যাংটা সনাতনী
আমি নির্নাম হইয়ে নাহি কিছু লব ॥

১২৭। বিভাস—ঝাঁপতাল।

সকলে বলে প্রাণবায়ু আমি বলি বাতাস ছাড়া,
তোমায় ধ্যান-যোগে ধরলেই সকল পড়ে ধরা ॥
শিরসি শৃঙ্গার রস ক্রোধ আজ্ঞাপুরে

বিশুদ্ধ করুণা-হ্রদে ভয় রূপ ধরে
সর্ব্বদাই এই দেহ হয় ভাব রসে পোরা ॥
তন্ময় হ'লেই সব অমৃত সমান
কেবল মাধুরি মাখা হয় সব স্থান,
ভেদ না কর্‌লে শাস্ত্র রূপক যায় না কিছু করা ॥
কাম্যবনে কাম-কৃষ্ণ কর রে কর্ষণ
পৃথ্বী যোগে নাদ বিন্দু কুলের করণ
কাম আঁধা প্রেম আলো এক কলমে রোপ চারা ॥

১২৮। বাহার—খেমটা।

স্মর সেই রম্য বৃন্দাবন
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষে আকুলিত মন ॥
সহস্র গোপের বালা কাম বানে বিহ্বলা
খুলে যায় পুষ্পদাম কটির বসন ॥
নিজ মুখ পদ্ম হ'তে যেন আঁখি মধুব্রতে
পাঠায়েছে মুখ পদ্ম করিতে চুম্বন ॥
চির ঔৎসক্যের আশা স্খলিতেছে মদ ভাষা
নির্ম্মাল্যের মত সব ত্যজে আলিঙ্গন ॥
পীড়িতা সহে না প্রাণে পাবে আর কতক্ষণে
ফুল্ল ইন্দীবর কান্তি ও ইন্দুবদন ॥

বর্হার অবতংশ শ্রিয় পীতাম্বর পরিধিয়
সুন্দর শ্রীবৎস্য চিহ্ন কৌস্তুভ ধারণ ॥
উদার গো গোপগণে গোপী উৎপল নয়নে
অর্চ্চিত তনু গোবিন্দ কল বেণু বাদন ॥
দিব্যাঙ্গেতে দিব্য ভূষা ভজ মন গোপী আশা,
পরম ব্রহ্ম মদনমোহন ॥

১২৮। কীর্ত্তন—লোফা। (বৃন্দাবন বিলাসিনীর সুর)।

জ্ঞান ভক্তির সদাই বিরোধ আমাদের এই
দেহের মাঝে,
এই দেহের মাঝে, দেহের মাঝে ॥
জ্ঞান বলে সোঽহংরূপে আমি সেই হরি
ভক্তি বলে জানবে কিসে রূপের মাধুরি
বিনা দয়া তাঁরি ॥
জ্ঞান বলে আমি জীবে আগে দেখাই পথ
ভক্তি বলে সেই পথে বিফল মনোরথ,
কেবল টানাটানি।
জ্ঞান বলে খাওয়াই জীবে মধু সহস্রারে
ভক্তি বলে আমি বিনে মত্ততা না ধরে
সুধু সুধাই ক্ষরে।

জ্ঞান বলে আমি বিনে জীব সকলে কানা
ভক্তি বলে চাইনে আমি অমন তুষ্ট পনা
যেমন জলের পানা
জ্ঞান বলে আমি হই রসিক ভ্রমর
ভক্তি বলে বস স্থধু কেতকী উপর
অন্ধ কমল বনে।
জ্ঞান বলে দেহের মাঝে আছে রসরতি
ভক্তি বলে সতী নারীর বিনে প্রাণপতি
হয় কি রসরতি
জ্ঞান বলে আমি বিনে কেবা কোথা বিধি
ভক্তি বলে আমার হরি প্রেম গুণ নিধি
যিনি বিধির বিধি।
অসীম অপার তাঁর পাবে কি অবধি
বল সুধাই যদি।
জ্ঞান বলে অনন্তের বিন্দু মাত্র সার
ভক্তি বলে ও বিন্দুতে কি কাজ আমার
তিনি আনন্দ আধার।
জ্ঞান বলে আমি করি নাদ বিন্দুযোগ
ভক্তি বলে অই যোগ কেবল পরা ভোগ
(নহে ভোগ যোগ)।

জ্ঞান বলে ও সে শ্রীমূর্ত্তি পাথর
ভক্তি বলে কত কালে চিন্‌বি রে পামর।
(ভরে) যুগ যুগান্তর।
জ্ঞান বলে চৈতন্যের চিৎ শক্তি সঙ্গিনী
ভক্তি বলে সুধার খনি ব্রহ্ম সনাতনী
অই বামে যিনি।
জ্ঞান বলে কুলার্ণব তন্ত্রই পাগলামি
ভক্তি বলে শুনিনে আর তোমার বকামি
করুক মাতালে মাতলামি।
জ্ঞান বলে পঞ্চ তত্ত্ব দুরাত্মা মোহন
ভক্তি বলে বিষয় মত্ত তুমি দুরাত্মণ্
তাই মোহ মন।
জ্ঞান বলে ভেবে দেখ আঁধার যে সব
ভক্তি বলে আলো করে আমার মাধব
যাতে ওঁকার উদ্ভব।
জ্ঞান বলে গুণাতীত আনন্দ কেমন
ভক্তি বলে পূর্ণানন্দ হইয়াছে মন
জানে গোপীগণ।
জ্ঞান বলে কিবা আছে তিন গুণ ছাড়া
ভক্তি বলে মন্ত্র বীজ অঙ্কুরেই মরা
ও তুমি দিশে হারা।

জ্ঞান বলে হাসি আসে গোবর্দ্ধনধারী
ভক্তি বলে ঊর্দ্ধরেতা শক্তি বলে প্যারী
পথে সুষম্নারি।
জ্ঞান বলে রাসলীলা অশ্লীলতা[illegible]
ভক্তি বলে আর কত হ'বে জ্ঞানোদয়,
পড় বোধোদয়।
জ্ঞান বলে বিষতুল্য ভোগ অনুক্ষণ
ভক্তি বলে বিষামৃত একত্রে মিলন
তাই মদনমোহন।
জ্ঞান বলে কুলাচারে দেয় অধঃপাতে
ভক্তি বলি আমি যদি নাহি যাই সাথে
তবে হাতে হাতে।
ভা[illegible]প্রেমে জ্ঞানপ্রেমে গড় রসরাজে
হ্লাদিনী রাধার কুঞ্জে অনন্ত বিরাজে
বিশ্বপতি এই বিশ্ব বৃন্দাবন মাঝে।
নাম রূপে বংশীনাদ সঘন গরজে ;
মিশে হংস রাজে।
জ্ঞান ভক্তির বিরোধ বালাই রবে না যে
ও সে কাজে কাজে।

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।